চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ৭ ভাদ্র – ১৩ ভাদ্র, ১৪৩১ ঃ ২৪ আগস্ট – ৩০ আগস্ট, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 43, 24 August - 30 August, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আরজিকর হাসপাতালে দুষ্কৃতি হামলা রোখার

ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চরম ব্যর্থতার দায়ে অভিযুক্ত করল খোদ কলকাতা হাইকোর্ট। হাসপাতালের নিরাপত্তা কেন সুনিশ্চিত করতে পারল না পুলিশ তা জানাতে হবে।

রবিবার : এ কোন যুগে এসে দাঁড়াল বাঙালি! ডাক্তার সহ

জনগণকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ প্রশাসন নারীর সমানাধিকার খর্ব করে ঘোষণা করল রাতে মেয়েদের ডিউটি কম দেওয়া হবে। সেটা আবার ঘোষণা করলেন প্রগতিশীল বলে পরিচিত এক প্রাক্তন আমলা।

সোমবার : যে প্রতিবাদের ভয়ে মোহন–ইস্ট ফুটবল ডার্বি বন্ধ করে

দিল প্রশাসন সেই প্রতিবাদ উঠে এল মাঠে ঢোকবার রাস্তায়। প্রতিবাদের সব অতীতকে ম্লান করে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান সর্মথকরা হাসপাতালে ডাক্তার খুনের বিচার চাইল সমবেত কণ্ঠে।

মঙ্গলবার : সব অভিযোগকে উপেক্ষা করে আর জি করের যে

অধ্যক্ষকে সরিয়ে ফের সসম্মানে পুনর্বাসন দিয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর সেই অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আর্থিক অনিয়মের তদন্ত করতে গঠন করল সিট। যদিও একে ভাঁওতা বলে মনে করছে মানুষ।

বুধবার : আর জি কর কাণ্ডে স্বতঃপ্রনোদিতভাবে হস্তক্ষেপ করে

হাসপাতালের নিরাপত্তার ভার তুলে দিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে। শুধু তাই নয় চিকিৎসার অচলাবস্থা কাটানোর উপায় বাতলাতে জাতীয় টাস্ক ফোর্স গড়ে দিল শীর্ষ আদালত।

বৃহস্পতিবার : নারী নির্যাতনের গ্রাফ প্রতিদিন বাড়ছে। একইদিনে

বীরভূমের বোলপুরে ধর্ষিতা হন ১ গৃহবধূ এবং আনন্দপুরে রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার দেহ। খোঁজ নেই সঙ্গে থাকা শিশুর।

শুক্রবার : সুপ্রিম কোর্ট টাস্ক ফোর্স গঠনের এবং প্রতিবাদে কোনো দমন

পীড়ন না করার নির্দেশ দেওয়ার পর আশ্বস্ত হলেন ডাক্তাররা। সিদ্ধান্ত নিলেন কাজে যোগ দেওয়ার। স্বস্তি ফিরল রোগী মহলে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কণ্ঠরোধ ভয়ঙ্কর

ওঙ্কার মিত্র

কথা বড় বিষম বস্তু। অহেতুক বেশি বললে যেমন বিপদ, তেমনি বলতে না দিলে আরও বিপদ। এই চিরন্তন সত্যের চরম প্রতিফলন ঘটছে বর্তমান বাংলায়। এখন কথা হারিয়েছে তারা যারা গত ১৪ বছর ধরে ক্ষমতার অলিন্দ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাষণ দিয়েছেন। আজ তারা সোচ্চার যাদের কণ্ঠ এতদিন রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। মিটিং–মিছিল–বিক্ষোভে লাঠি–গুলি–হামলা, অপরাধের বিরুদ্ধে ওঠা কণ্ঠকে ক্ষমতার বুলডোজারে পিষে ফেলা, মনোনয়ন দিতে না দেওয়া, নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়, ভোট দিতে বাধা কথা বলার ক্ষেত্রটিকে যখন ক্রমশঃ সংকুচিত করে দিচ্ছে তখনই বিস্ফোরণ ঘটালো আর জি কর। ইতিহাসে বারবার এমনই হয়, কিন্তু শাসক শিক্ষা নেয় না। বারবার ভুল করে। যেমন করছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এখন এত প্রশ্ন, তবু সব উত্তর ফুরিয়ে গিয়েছে। কথা না বলতে পারলে যেন বেঁচে যায় ক্ষমতা। এতদিনের আকথা, কুকথা, ধমকানি, হুমকি সিঁধিয়ে গিয়েছে শাসক নেতাদের। যারা দুয়েকজন কুকথা বলে টেম্পো জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে তারা জন্ম দিচ্ছে আরও প্রতিবাদের। অবদমিত সমস্বর এখন এতই জোরালো যে সরকারের ভিত টলমল।

স্পেস স্ট্রাগল বড় ভয়ঙ্কর। জোর করে স্পেস না ছাড়লে ছাড়তে হয় ক্ষমতা। এপার বাংলায় সাধারণের স্পেস এতটা কমে গিয়েছে যে সুপ্রিম কোর্টকে বলতে হচ্ছে সকলকে বলতে দিতে হবে।

ভারতীয় গণতন্ত্রে বলার অধিকার স্বীকৃত। প্রতিবাদের ভাষা এ দেশে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা। সেই চাহিদা দিনের পর দিন কেড়ে নিলে কি হয় তা দেখতে হচ্ছে মমতা সরকারকে। কণ্ঠ তরঙ্গ ক্রমশঃ জোরালো হয়ে ক্ষমতা কাঁপাচ্ছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভ একে অপরের চেক এন্ড ব্যালেন্স। জনপ্রতিনিধিরা জনগণের শত্রু হয়ে উঠলে পাশে দাঁড়ানোর কথা সরকারি প্রশাসনের যারা দেশবাসীর কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু এই দুই ক্ষমতাধারীকে এক হয়ে বারবার শত্রু হতে দেখেছে ভারতবাসী। ফলে অন্য দুই স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা ও সংবাদ মাধ্যমকে সোচ্চার হতে হয় বারবার। তাই এখন একটাই আওয়াজ– কণ্ঠ চেপে ধোরো না, বলতে দাও।

শুধু সরকার নয়, আদালতের নির্দেশে দেশের তদন্ত এজেন্সির দীর্ঘসূত্রি তদন্ত চেপে রেখে দিয়েছে জনগণের বিচার পাবার অধিকার। সারদা চিট ফান্ডের প্রতারিতদের ন্যায় আজও মিলল না। শিক্ষা, খাদ্য, পাচার সব তদন্তের নামে কালক্ষেপ বিচারের নামে দমবন্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বাংলায়। তাও আজ ধ্বনিত হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে এই প্রতিবাদের মাটিতে। এ মাটি বাঘা যতীনের, এ মাটি মাতঙ্গিনীর, এ মাটি সুভাষের। এ মাটিতে মিশে আছে বিপ্লবীদের ঘাম, রক্ত। এখানে কণ্ঠ রোধের খেলা ভয়ঙ্কর। চোকাতে হবে অনেক দাম।

ব্লকে ব্লকে মমতার কর্মসূচি হলেও ডাঃ হারবার চুপচাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার: আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত তিলোত্তমার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর সারা রাজ্য তথা দেশ উত্তাল। ১৪ আগষ্টের মধ্যরাত থেকেই রাস্তা দখলের ডাকে হাজির হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মহিলা। সঙ্গে ছাত্র–ছাত্রী যুবসমাজ এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। তারপর থেকে প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে আকাশ বাতাস। ওই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের ধরে বার করার মূল দায়িত্বে এখন সিবিআই। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটাই ব্যাক ফুটে চলে গেছে। আবার আগামী ২৭ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ নবান্ন চলোর ডাক দিয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে যে আন্দোলন আমরা দেখেছি তারই যেন ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও গত রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে ধর্না কর্মসূচি নিয়েছিল। একটি হত্যাকাণ্ড কে নিয়ে রাম আর বাম যে রাজনীতি করছে তার বিরুদ্ধে সরব শাসকদল। আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় দেখলাম সাগর, কুলপি, বাসন্তী, বারুইপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না কর্মসূচি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি যে বিধানসভা কেন্দ্র আছে, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, ডায়মন্ডহারবার, ফলতা, বজবজ, মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ কোথাও কোন শাসকদলের কর্মসূচি চোখে পড়লো না। অথচ এই লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। গত ১০ আগস্ট আমতলায় প্রশাসনিক বৈঠকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছিলেন, বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিকে দ্রুত শেষ করে আর জি কর কাণ্ডের যে ঘটনা ঘটেছে তাতে জঘন্যতম অপরাধীকে এনকাউন্টার করা উচিত। তারপর অভিষেক ব্যানার্জিকে আর কোন ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। তারপর গত ১৭ আগষ্ট তিনি তার অভিমতে জানিয়ে ছিলেন, বর্তমানে যা চলছে রাজ্যের শীর্ষপদের পরিবর্তন না হলে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তার এই অভিমতে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে এমনকি ফলতাতেও প্রতিবাদে মুখর হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিদিনই ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল চলছে অরাজনৈতিকভাবে। দেখা যাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন সেই বিক্ষোভ মিছিলকে পাহারাও দিচ্ছেন। এরপর পাঁচের পাতায়

সব তদন্তই সি বি আইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর জি কর কান্ডে তদন্তে সিবিআই দপ্তরে রোজই ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হচ্ছে সন্দীপ ঘোষ। ইতিমধ্যেই সিবিআই কর্তারা পলিগ্রাফি পরীক্ষার যাবতীয় অনুমতি পেয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে ২৩ আগষ্ট কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্শি ভরদ্বাজ আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তণ ডেপুটি সুপার আখতার আলির করা মামলায় আর জি কর মেডিকেলের যাবতীয় দুর্নীতির তদন্ত ভার সিবিআইয়ের কাছে সপে দেয়। রাজ্য সরকারের গঠন করা সিটের আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা রইল না। ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে কোর্টে। আদালতের রায়ের শুনে আখতার আলি বলেন, এই লড়াই তাঁর সেইসব পড়ুয়াদের জন্য যারা সন্দীপ ঘোষের দ্বারা নিপীড়িত। তিনি আর্জি করেন যদি আরও কারও সাথে এমন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে গোপনে তারা জানাতে পারে। বিরোধীরাও এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সঠিক বিচারের জন্য প্রতিদিনই সরব রাস্তায়।

আর জি কর প্রতিবাদ চলছেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : কলকাতা আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে হত্যার বিচার চেয়ে কোটাসুর বাজারে এলাকার মানুষজন এবং কোটাসুর পল্লীমঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে গত বুধবার সন্ধ্যায় এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয় মহিলা, স্কুল পড়ুয়া, শিক্ষক, পথচলতি মানুষ ব্যবসায়ী ও আশেপাশে এলাকার মানুষজন। সন্দীপ ঘোষের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। মঙ্গলবার সিউড়ি শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে কংগ্রেস। ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল বীরভূম জেলার পক্ষ থেকে কোটাসুরে পূর্ব বর্ধমানে মহিলা খুন ও আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিলোত্তমা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার পথ অবরোধ করা হয়। নৃশংস

ঘটনার প্রতিবাদে মহিলাদের অসুরক্ষা এবং লুম্পেন বাহিনীর তাণ্ডবের প্রতিবাদ সহ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ১৬ আগস্ট দুপুরে খয়রাশোল ক্যানাল পাড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা। সাইথিয়া, নলহাটি এলাকাতেও বিজেপি পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান হয়।

অন্যদিকে, ১৯ আগস্ট ২০২৪ শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক থেকে সন্ধ্যা ৮ টায় কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনা নিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিল শহরের কাচারি রোড হয়ে হাশমি চক হয়ে হিল কেয়ারে পরিক্রমা করে এবং এই ঘটনায় উপযুক্ত বিচারের দাবি করা হয়।

বুধবার বিকালে আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে বাসন্তীর পালবাড়ি থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয় উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রামবাসীদের উদ্যোগে। হাজার হাজার গৃহবধুরা কোমরে কাপড় বেঁধে সামিল হন। বিচার চেয়ে স্লোগান দিতে। হাজীর হয় অগণিত সাধারণ মানুষজন, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ২কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মিছিল শেষ হয় কুলতলি এলাকায়। পাশাপাশি পালবাড়ি পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে প্রায় এক ঘন্টার অধিক সময় বিক্ষোভ অবস্থান চলে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাসন্তী হাইওয়ে।

বিপদের মুখে সুন্দরবন

নদীবাঁধের ভাঙনে দ্বীপ জুড়ে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক

রবীন দাস

কাকদ্বীপ : নদীর তান্ডবে সর্বস্ব হারিয়ে মান্নান পরিবারের এখন ঠিকানা নামখানা ব্লকের বুধাখালির রাজনগর শ্রীনাথগ্রামের আইলা নদী বাঁধ। প্রায় ১০ ফুট নদী বাঁধের উপর ত্রিপল টাঙিয়ে ছোট্ট দুটি ঝুপড়ি বানিয়েছেন সেখ আবুতালেব। এই ঝুপড়িতে দীর্ঘ প্রায় ৪ বছর ধরে বসবাস করেন মান্নান পরিবারের ৫ সদস্য। তাঁদের সঙ্গে ৪ বছরের এক শিশুও রয়েছে। অথচ এক সময় তাঁর টালি চাপানো চার চালা মাটির বাড়ি ছিল। সেই বাড়ি আজ নদীগর্ভে চলে গিয়েছে।

এবিষয়ে ৮২ বছরের বৃদ্ধ সেখ আবুতালেব বলেন, প্রায় ২৫ বছর আগে মুড়িগঙ্গা নদীর তীরে সাজানো একটি বাড়ি ছিল। হঠাৎই এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর সেই বাড়িটি নদী গর্ভে তলিয়ে যায়। এরপর নদীর বাঁধ থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে সরে এসে আরও একটি ঘর তৈরি করা হয়। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের সময় সেই ঘরটিও ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ধার দেনা করে তৃতীয়বারের জন্য আরও একটি ছোট্ট বাড়ি বানানো হয়। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের সময় সেই বাড়িটিও মুড়িগঙ্গা নদী গিলে খেয়ে নেয়। এরপর থেকে বাড়ি তৈরি করার জন্য আর জমি খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ মুড়িগঙ্গা নদী এখন ভাঙতে ভাঙতে প্রায় এক কিলোমিটার এগিয়ে এসেছে। তাই আইলা নদী বাঁধের উপর কোনরকম ত্রিপল টাঙিয়ে বসবাস করতে হয়। তিনি আরও বলেন, ঝড় বৃষ্টির রাতে পরিবারের কেউ ঘুমোতে পারে না। খাটের উপর বসে কোনরকম রাত জেগে কাটাতে হয়। সরকারের দিকে পরিবারের সবাই তাকিয়ে রয়েছে। সরকারই গড়ে দিতে পারে স্থায়ী ঠিকানা।

নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস বলেন, পরিবারটি এত প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছে, বিষয়টি জানা ছিল না। সত্যিই যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে মান্নান পরিবারের স্থায়ী ঠিকানার ব্যবস্থা করা হবে। পূর্ণিমার কোটালে হঠাৎই নামখানার মৌসুনি দ্বীপের পয়লাঘেরিতে নদী বাঁধে ধস নামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পয়লাঘেরিতে চিনাই নদীর বাঁধে প্রায় ১০০ ফুট ধস নেমেছে। এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল রাস্তা ও জেটিঘাট আকর্ষণ হারাচ্ছে ঝড়খালি

কুনাল মালিক

ঝড়খালি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এই ঝড়খালির জেটিঘাট থেকেই নদীপথে পর্যটকরা সুন্দরবনে লঞ্চ যোগে বেড়াতে যান। ঝড়খালিতে টাইগার রেসকিউ সেন্টার সহ প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। সম্প্রতি ঝড়খালি গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হল তা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। বাসন্তী হাইওয়ের হাই স্কুলের মোড় থেকে ঝড়খালি জেটিঘাট পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থায় জেরবার পর্যটকরা। রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে বৃষ্টির জল জমে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। এই পথেই টোটো অটো এবং পর্যটকদের চার চাকা অহরহ যাতায়াত করে। সাধারণ মানুষরা জানালেন প্রায় ২ বছর ধরে এই রাস্তার বেহাল অবস্থায় আমরা নাজেহাল। বিভিন্ন পর্যটকরা অত্যন্ত বিরক্ত। টালিগঞ্জ থেকে আগত স্মিতা চ্যাটার্জি জানালেন, এইরকম রাস্তার হাল জানলে আমরা ঝড়খালি আসতাম না। এছাড়াও ঝড়খালিতে যে জেটিঘাটটি আছে তাও বছরখানেক আগে কংক্রিটের ব্রিজটি ভেঙে পড়েছে। ডানদিক দিয়ে বাঁশের অস্থায়ী জেটি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটাও যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। এমন একটি সুন্দরবন ভ্রমণের মূল প্রবেশদ্বারে এক বছর ধরে জেটির বেহাল অবস্থা থাকবে কেন?

এরপর পাঁচের পাতায়

জল ছাড়ার মিথ্যা অপবাদে ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও

বাংলাদেশ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি

ভারতের বিরুদ্ধে 'পরিকল্পিতভাবে বাঁধের জল ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষদের ডুবিয়ে মারার অভিযোগ তুলে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে প্রতিবাদী অবরোধ কর্মসূচিতে চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য দেখাল ইসলামপন্থী মৌলবাদীরা। যদি ভারতের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ারস মিনিস্ট্রির পক্ষ থেকে এই দাবি নাকচ করা বলা হয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত বন্যার জল স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপচে প্রবাহিত হয়েছে, কোন বাঁধ খুলে দেওয়া হয়নি। তবু বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট ২০২৪) দিনভর ঢাকার একাধিক স্থানে ইসলামপন্থী উগ্রবাদীদের গ্রুপ বিভিন্ন নাম সর্বস্ব সংগঠনের ব্যানার ব্যবহার করে প্রতিবাদ সমাবেশ–পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে প্রতিবাদকারীদের মূল্য লক্ষ্যই ছিল কোনরকমের সুনির্দিষ্ট তথ্য তুলে না ধরে লাগামহীনভাবে ভারত বিরোধিতাকে উসকে দেওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে এবং ঢাকার কুটনৈতিক জোন হিসাবে পরিচিত বারিধারা এলাকায় ভারতীয় দূতাবাসের খুব কাছাকাছি স্থানে অবস্থান নিয়ে পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেওয়া নেতারা চরম উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে। ঔদ্ধত্যপূর্ণ এসব বক্তব্যে ভারতকে সরাসরি হুমকি দিয়ে 'সেভেন সিস্টার্স' হিসাবে পরিচিত দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যকে 'স্বাধীন' করার ঘোষণাও দিয়ে রাখে।

পুলিশ, সেনাবাহিনী ও এলিট ফোর্সের বিপুল সংখ্যক সদস্য এসময় প্রতিবাদী অবস্থানকে ঘিরে রাখে। যদিও পরে বিক্ষোভকারীদের মধ্য থেকে ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারতে যেসব বাঁধ খুলে দিয়েছে সেগুলো বন্ধ করা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিচারের জন্য বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো ও সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা বন্ধ করা সহ ৭ দফা দাবি জানায়। গণঅধিকার পরিষদ নামের একটি সংগঠনের একাংশের সদস্য সচিব ফারুক হাসান সহ অন্যরা দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কাছে দাবি সম্বলিত চিঠি তুলে দেন। এরপর পাঁচের পাতায়

ভয়ের আবহে বাংলাদেশে কমছে পুজোর সংখ্যা

দেবাশিস রায়

অনভিপ্রেত জাতি হিংসা সহ অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও পড়শী রাষ্ট্র বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন এবারও দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। গতবার হাসিনা সরকারের রাজত্বকালে মুসলিম এই রাষ্ট্রে অর্ধ লক্ষাধিক দুর্গাপজোর আয়োজন হয়েছিল। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৫ আগস্ট সেদেশে অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক পালাবদলের পর নবগঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গতবারের তুলনায় দুর্গাপুজোর আয়োজন নাকি বেশ কম।

শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ প্রশাসনকে হটিয়ে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দেশব্যাপী মৌলবাদী

ঝিনাইদহ শহরের মণ্ডপে এবারের দুর্গাপ্রতিমা তৈরির কাজ চলছে।

শক্তির ন্যাক্কারজনক হামলায় হিন্দু সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষজন কার্যত ভীত–সন্ত্রস্ত। সেদেশে এমন রাজনৈতিক অস্থিরতা আর আতঙ্কঘন পরিবেশের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই এবারে দুর্গোৎসব আয়োজনে বেশ নিরুৎসাহী। তবে, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের আস্থা ফিরিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য ইতিমধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকার একাধিক পদক্ষেপ করেছে।নবগঠিত সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তথা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ মহম্মদ ইউনূস স্বয়ং এব্যাপারে তৎপর হয়ে সংবামাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছেন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা প্রদানে আশ্বস্ত করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

মাদ্রাসার গ্রুপ–ডি পদের লিখিত পরীক্ষা ১ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ২০১০ সালের গ্রুপ–ডি (1st SLST (NT) 2010, Group–D) পদের জন্য ২০১০ সালের ২৮ নভেম্বর প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং টেস্টে ৭৩,৯৭৮ জন প্রার্থী যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও, যাঁরা ২০১১ সালের ২৯ মে অনুষ্ঠিত হওয়া লিখিত পরীক্ষা দিতে পারেননি, তাঁদের নতুন করে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ১ সেপ্টেম্বর, রবিবার। যাঁরা যাঁরা পরীক্ষা দিতে পারবেন, তাঁদের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওই ৭৩,৯৭৮ জন প্রার্থীকে মোবাইল নম্বর, ই–মেল আই.ডি., হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, আধার নম্বর, যোগাযোগের ঠিকানা ইত্যাদি প্রমাণপত্র জে.পি.ই.জি. কিংবা জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে আপলোড করতে হবে, ২৫ আগস্ট রাত ১১.৫৯ মিনিটের মধ্যে। আপলোড করার সময় পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও ইংরিজি মাসের জন্ম–তারিখ দিয়ে লগ–ইন করতে হবে। আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: 91 23 0 83314, 7003826220 কিংবা Whatsapp করুন এই নম্বরে: 9874355112. এছাড়াও ই– মেল করতে পারবেন এই ই– মেল আই.ডি.–তে: group D@wbmsc.com. ওয়ে বসাই ট : www.wbmsc.com <http://www.wbmsc.com।

উত্তর রেলে অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি: উত্তর বিভিন্ন ডিভিশনে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৪,০৯৬ জন লোক নেওয়া হচ্ছে। কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের অ্য আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ১৬–৯–২০ ২৪ এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের।

কোন ট্রেডে ক'টি শূন্যপদ তা মূল বিজ্ঞপ্তিতে পাবেন। শূন্যপদ ৪.০৯৬টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং Apprentice, Dated 13.08.2024. RRC/NR/06/2024/Act

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচচ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে। মেধা তালিকা বেরোবে নভেম্বরে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.rrc–nr.org এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন।

এছাড়াও বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার ফটো, সিগনেচার ও অন্যান্য স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করবেন।

তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা ডেবিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা, ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের কী লাগবে না।

টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীতে কনস্টেবল নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো–তিবু ত সীমান্ত পুলিশ, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল ও সেক্রেটারিয়েট সিকিউরিটি ফোর্স (এস.এস.এফ.)–এ কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) পদে আর অসম রাইফেলসে রাইফেলম্যান (জেনারেল ডিউটি) পদে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে ২৭ আগস্ট থেকে। অন্তত মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১– ১–২০২৫"র হিসাবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ২১–২০০২ থেকে ১–১–২০০৭"এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মী ও বিভাগীয় কর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি. (তপশিলী উপজাতি হলে ১৬২.৫ সেমি, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পার্বত্য এলাকার প্রার্থী হলে ১৬৫ সেমি আর ত্রিপুরা ও সিকিমের নকশাল অধ্যুষিত প্রার্থীদের বেলায় ১৬০ সেমি) আর বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৮০ সেমি. ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি. (পার্বত্য এলাকার হলে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি.)। মহিলাদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি, (তপশিলী উপজাতি হলে ১৫০ সেমি, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পার্বত্য এলাকার প্রার্থী হলে ১৫৫ সেমি.)। দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় এক চোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/৯। কাছের বেলায় ভালো চোখে N6 ও খারাপ চোখে N9. ওজন হতে হবে উচচতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ধনুকের মতো পা, ট্যারা দৃষ্টি, শুধুমাত্র বাঁ চোখ বোজানোয় অক্ষমতা, আঙ্গুলগুলি নাড়াচাড়া করায় অক্ষমতা, শিরাস্ফীতি, অন্য কোনো শারীরিক ত্রুটি, চোখে চশমা বা, কন্ট্যাক্ট লেন্স কিংবা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদনের যোগ্য নন। মূল মাইনে ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), SSF, Rifleman (GD) in Assam Ri–fles Examination, 2025এর পরীক্ষার মাধ্যমে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা (সি.বি.ই.) হবে আগামী বছর জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ। এই পরীক্ষায় ১৬০ নম্বরের ৮০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) পার্ট–এ: জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং–৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (২) পার্ট–বি: জেনারেল নলেজ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৩) পার্ট–সি: এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স–৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৪) পার্ট–ডি: ইংরিজি/হিন্দি–৪০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৬০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। এবার এই পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলা ভাষা–সহ সারা রাজ্যের ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়। প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক মানের। কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা (PST) ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার (PET) জন্য ডাকা হবে। তখন সব সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৭ আগস্ট থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত, এই ওয়ে বসাই টে: www.ssc.gov.in স্টাফ সিলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে ২৭ আগস্ট থেকে। বিজ্ঞপ্তি বেরোলে আরো বিস্তারিত তথ্য আগামী সংখ্যায় দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ৫৮০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নাসিক : হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট, ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস, নন–টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট ও আই.টি.আই. অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৫৮০ জন লোক নিচ্ছে।আই.টি.আই. অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে : ফিটার, টুল অ্যান্ড ডাই মেকার (জি অ্যান্ড ফিক্সার), টুল অ্যান্ড ডাই মেকার (ডাই অ্যান্ড মোল্ড), টার্নার, মেশিনিস্ট, মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার), ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, ড্রাফট সম্যান (মেকানিক্যাল), মেকানিক (মোটর ভেহিক্যাল), রেফ্রিজরেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক, পেইন্টার (জেনারেল), কার্পেন্টার, শিট মেটাল ওয়ার্কার, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ)। কারা কোন ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,০৫০ টাকা। শূন্যপদ। ফিটার– ১৩৮টি। টুল অ্যান্ড ডাই মেকার (জিগ অ্যান্ড ফিক্সার)–৫টি। টুল অ্যান্ড ডাই মেকার (ডাই অ্যান্ড মোল্ড)–৫টি। টার্নার–২০টি। মেশিনিস্ট ১৭টি। মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার)–৭টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান–২৭টি। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক–৮টি। ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল)–৫টি। মেকানিক (মোটর ভেহিক্যাল)–৬টি। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক– ৬টি। পেইন্টার (জেনারেল)–৭টি। কার্পেন্টার–৬টি। শিট মেটাল ওয়ার্কার–৪টি। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট– ৫০টি। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক)–১০টি। স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ)–৩টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: HAL/T&D/1614/24–25/ 121, Date: 08/08/2024. ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন, ফার্মাসি। অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন, ফার্মাসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ: অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ৫, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ১০, সিভিল ১২, ইলেক্ট্রিক্যাল ১৪, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ১৫, মেকানিক্যাল ৩৫, প্রোডাকশন ১০টি, ফার্মাসি ৪টি।

নন–টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: আর্টস, সায়েন্স, কমার্স, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট / অ্যাপ্লিকেশন, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (বি এসসি, নার্সিং)।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য যোগ্য। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ। আর্টস শাখায় ২৫টি, কমার্স শাখায়। ২৫টি, সায়েন্স শাখায় ২০টি, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট/ অ্যাপ্লিকেশন –৩টি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট–২টি, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ৫টি।

টেকনিশিয়ান (ডিপ্লোমা) অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: অ্যারোনটিক্যাল, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট। অ্যারোনটিক্যাল, সিভিল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,০০০ টাকা। শূন্যপদ: অ্যারোনটিক্যাল–৩, সিভিল–৮, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন–১৫, মেকানিক্যাল–২০, কম্পিউটার–৬, ইলেক্ট্রিক্যাল–১৬, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট –৩।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস, ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস, নন–টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস পদের বিজ্ঞপ্তি নং: HAL/T&D/1614/ 24– 25/120, Date: 08/08/2024.

সব ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। মেধা তালিকা বেরোবে সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে। জয়েনিং হবে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে, ৩১ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.apprenticeshipindia.gov.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। এরপর গুগল ফর্ম পূরণ করে সাবমিট করতে হবে, এই লিঙ্কে ক্লিক করে: https://forms.gle/ci59kuMer5TG53CU7 আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে www.hal–india.co.in <http://www.hal–india.co.in।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ আগস্ট – ৩০ আগস্ট, ২০২৪

মেষ রাশি : আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষার সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। গুরুজনের শারীরিক অবস্থার উন্নতি। সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে ব্যবসায় সাফল্য। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান সহকর্মীদের অসহযোগীতা সত্ত্বেও কর্মন্নোতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ' ওঁ রাহুবে নম' ৪১ বার জপ করুন।

বৃষ রাশি: ব্যবসায় প্রত্যাশিত লাভে বাধা। সন্তানের কর্মন্নোতিতে বাধা। দূরে বদলির সম্ভবনা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে আশানুরূপ ফল লাভ হতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধান। সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে কর্মন্নোতির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে সমস্যা হতে পারে। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৪বার 'ওঁ ভাগবায় নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি: সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতি এবং উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সুনাম বৃদ্ধির সঙ্গে কৃতিত্ব বৃদ্ধি। আইনের সঙ্গে যুক্ত বৃক্তিদের সাফল্য। সাংসারিক সমস্যার সমাধান। পারিবারিক উপার্জন বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ নমঃ নারায়ণা' জপ করুন।

কর্কট রাশি: অন্য মনস্কতার দরুন কর্মে বিপত্তির সম্ভাবনা। বিনোদন ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। বিষয়–আশয় নিয়ে ভাই–বোনদের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্যে বাধা। ভ্রমণে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১বার 'ওঁ চন্দ্রায় নম:' জপ করুন।

সিংহ রাশি: শারীরিক পীড়ার দরুন স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা। হস্তসিদ্ধ তথা সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতির সঙ্গে উপার্জন বৃদ্ধি। সন্তানের থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। গুরুজনদের থেকে উপহার পেতে পারেন। সাংসারিক সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৯ বার 'ওঁ ভাস্করায় নম' জপ করুন।

কন্যা রাশি: কর্মন্নোতিতে বাধা। আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধান। শারিরীক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কম্পিউটার ও বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আশানুরূপ সাফল্যে বাধা। ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। পারিবারিক শান্তি বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ নম ভগবতে বাসুদেবায় নম:' জপ করুন।

তুলা রাশি: আর্থিক সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকলেও সঞ্চয়ে রাখা দূর হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। পথ দূর্ঘটনা থেকে সাবধান। বিদেশ থেকে কোনও উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। আইনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষীপুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি: ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। বিবাহের কথাবার্তা হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কে উন্নতি। সম্পত্তি নিয়ে ভাই–বোনের সঙ্গে সুফল আলোচনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনীহা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সাফল্যে বাধা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চল্লিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি: পারিবারিক কারণে ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মানসিক অশান্তির বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্য। কর্মন্নোতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন নতুবা বিপত্তি ঘটতে পারে। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি। অপ্রিয় সত্য কথা থেকে বিরত থাকুন।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ ভোজন করান।

মকর রাশি: ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি। সন্তানের আচরণে মানসিক অশান্তির বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্যের অবনতি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। বিবাহে বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তি। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার ' ওঁ মন্দায় নমঃ' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি: স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। আর্থিক তছরূপের সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। অর্থ ধার দিয়ে বিপাকে পড়তে পারেন। সৃষ্টিশীল কর্মে স্বীকৃতি। সাংসারিক সমস্যা সমাধানের প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বত্বেও কর্মোন্নতিতে বাধা। সন্তানের কর্মে উদ্বেগ বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষায় পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ শিব ওঁ' জপ করুন।

মীন রাশি: ব্যবসায় আর্থিক লেনদেনে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। অন্য মনস্কতার দরুণ কাজ কর্মে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। আর্থিক অপব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ বৃহস্পতয়ে নম:' জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩০৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। এতেই স্বভাব নষ্ট হয়, ৪। সালাম,নমস্কার, ৫। যে জলরাশি থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, ৬। বাতাবরণ, ৭।গণিতের বা অন্য কোনো বিষয়ের সমস্যা সূত্র বা সংকেত, ৯। (আল.) সামান্য সম্বল, ১১। শয়নগৃহ, ১২। উত্তেজনা, প্ররোচনা।

উপর–নীচ

১। ফুরসত, ২। নির্বাচন,মনোনয়ন, ৩। প্রভাত, ৪। – বাংলা ভাষা, ৬। ভালোভাবে আলোচনা ৭। সফল,কৃতকার্য ৮। দেশ ১০। (আল.)অতি নির্মম ব্যক্তি।

সমাধান : ৩০৮

পাশাপাশি : ১। মহাজন ৪। হাত ৫। খোঁজখবর ৭। ভাসান ৯। প্রমাণ ১০। সইপাতানো ১১। আশ ১২। ধুরন্ধর।

উপরনীচ : ১।মত ২। জমিজমা ৩। নজির ৪। হাতসাফাই ৫। বদমায়েশ ৮। আতান্তর ১০। সহজে ১১। আর।

ওঝার দাপট! সাপের কামড়ে প্রাণ গেল পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং: আবারও ওঝার দাপট!আবারও একটি মৃত্যু!সাপের কামড়ে মৃত্যু হল সায়ন্তিকা হালদার (১২) নামে পঞ্চম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীর।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর মধুখালি গ্রামের ওই ছাত্রী রবিবার গভীর রাতে বিছানার মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় একটি কালাচ সাপ কামড়ায়। ভোর নাগাদ পরিবারের লোকজন ওই ছাত্রীকে স্থানীয় ওঝাগুণীনের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে ওই ছাত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে উদ্ধার করে সোমবার দুপুর নাগাদ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় ওই ছাত্রীকে তড়িঘড়ি সিসিইউতে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চিকিৎসা শুরু হলেও মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে ওই ছাত্রী। এখনও বয়ে চলা কুসংস্কারের বলি হতে হল সায়ন্তিকাকে। এর থেকে মুক্তি কবে মিলবে জানা নেই।

সাপের কামড়ে আক্রান্ত ১০,ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বৃহস্পতিবার সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে ১০ জন চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হলেন। কেউটে,কালাচ এবং চন্দ্রবোড়া সহ বিষহীন সাপের কামড়ও রয়েছে। আক্রান্তদের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা, বারুইপুর, কুলতলি, জয়নগর সহ বিভিন্ন এলাকায়।

জানা গিয়েছে, কুলতলির ডোঙাজোড়া গ্রামের গৃহবধূ কমলা নস্কর এদিন সকালে গ্যাস সিলিন্ডার সরিয়ে অন্যত্র রাখছিলেন। সেই সময় তাকে কালাচ সাপ কামড় দেয়। পরিবারের লোকজন প্রথমে কুলতলির জামতলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। বারুইপুরের চাম্পাহাটির বাসিন্দা পুলক মণ্ডল। তার ডান পায়ে চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দেয়। সাপটি মেরে ফেলেন। মৃত সাপ নিয়ে তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয় চিকিৎসার জন্য। জীবনতলা থানার কালিকাতলা ফুলবাড়ির বাসিন্দা রঙ্গিলা খাতুন। এদিন সকালে তার বামপায়ে একটি সাপ কামড় দেয়। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বারুইপুরের ফুলডুবি গ্রামের গোপাল বৈদ্য। তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলতেই তার ডান পায়ে একটি সাপ কামড় দিয়ে পালিয়ে যায়। পরিবারের লোকজন তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জয়নগর থানার ঢোষা গোডাবর বাঁশতলার বাসিন্দা রূপা মিস্ত্রি।

এদিন সকালে তার ডানহাতে একটি কালাচ সাপ কামড় দেয়। তিনিও ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়াও বিষহীন সাপের কামড়ে আরো পাঁচজন আক্রান্ত হয়েছেন। সকলেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পাশাপাশি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে সকলেই বিপদ মুক্ত। উল্লেখ্য গত প্রায় সাত মাস আগে একই দিনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে ৩০ জন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। সকলেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।

সাপের উপদ্রব প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, 'বর্তমানে প্রবল বর্ষণ চলছে। সাপেদের বাসস্থান সংকীর্ণ। এছাড়াও সম্ভবত সাপের প্রজনন বেড়েছে। সাপ তার বাসস্থানের জন্য যত্রতত্র বিচরণ করছে। ফলে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। পাশাপাশি বাড়ির আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এছাড়াও দুর্ঘটনা ঘটলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আক্রান্তকে নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তবেই চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে সুস্থ করে বাড়ি ফেরানো সম্ভব।'

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ক্রাইম ডেস্ক

চোরাই টোটো সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : সোমবার সকালে জীবনতলা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ নাগরতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে চোরাই টোটো সহ একজনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। জানা গিয়েছে ধৃতের নাম রাজু বর মোল্লা। তার কাছ থেকে ৪টি চোরাই টোটো উদ্ধার হয়েছে।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, জীবনতলা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে রাজু বর মোল্লা রাস্তা থেকে টোটো চুরি করে বদলে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করতো। আবার কখনও কখনও চোরাই টোটো কাটাই করে বিক্রি করা হতো। তারপরই এদিন চোরাই টোটো সহ পুলিশের জালে ধরা পড়ে রাজু। এই চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করছে।

উদ্ধার অস্ত্র, গ্রেপ্তার পুলিশের ডাকমাস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ আগস্ট বোলপুরের মুলুকে একটি শববাহী গাড়ি থেকে ১৮৪ প্যাকেট থেকে প্রায় ১ কুইন্টাল ৯৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। ওড়িশার কালাহাণ্ডি থেকে এই গাঁজা বোলপুরে আসছিল। ঘটনায় ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে বোলপুরে বেশ কয়েকজন গাঁজা কারবারী ও মাফিয়াদের নামের হদিশ পাওয়া যায়। তদন্তে নেমে বোলপুরের কেটোপুলের কাছ থেকে সুভাষ চট্টোপাধ্যায় ওরফে বাপি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বোলপুর থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি বোলপুরের রজতপুরে। বাপি বোলপুর থানার ডাকমাস্টার হিসাবে পরিচিত। ধৃত ব্যক্তিকে অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের সঙ্গে ভিন রাজ্য থেকে গাঁজা পাচারের কী যোগ রয়েছে তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ১৭ আগস্ট বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

চোরকে গণধোলাই, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গৃহস্থের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে তাড়া খেয়ে ধরা পড়ে যায় এক চোর। গ্রামবাসীরা খবর পেয়ে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে আভিযুক্ত চোর বাপ্পা মোল্লা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ক্যানিং জীবনতলা থানার সীমান্ত এলাকায়।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিংয়ের তালদি পঞ্চায়েতের উত্তর তালদির কৃষ্ণকালি কলোনি ও পার্শ্ববর্তী জীবনতলার তাম্বুলদহ ১ পঞ্চায়েতের পাতিখালি গ্রামে বিগত বেশ কিছুদিন যাবত চুরির ঘটনা ঘটছিল। এমন পরিস্থিতিতে চোর কে ধরতে পারছিলেন না গ্রামবাসীরা।বুধবার রাত প্রায় দুটোর সময় এলাকায় লোডশেডিং হয়ে যায়। সেই সময় একাধিক গৃহস্থের বাড়ির মধ্যে চোর ঢুকে পড়ে।অমর মন্ডল,হাফিজুল মন্ডল,জাহির সরদার,ভবেশ মুখার্জীর বাড়ি সহ এলাকায় প্রায় ১০ টি বাড়িতে চুরি করে।দীর্ঘ সময় চুরি করায় ভোর হয়ে যায়। সেই সময় ভবেশ মুখার্জীর বাড়ির চিলেকোঠা থেকে চোর কে নামতে দেখে হইচই পড়ে যায়।অভিযুক্ত বাপ্পা মোল্লা চুরির সামগ্রী নিয়ে কোন প্রকারে দৌড় দিলে মাটিতে পড়ে যায়। চোর ধরা খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় গণধোলাই দেয়। ঘটনাস্থলে হাজীর হয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে। হাসপাতালে নিয়ে যায়। ধৃত যুবকের কাছ থেকে কয়েকটি চোরাই মোবাইল ফোন সহ বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

মদ নিষিদ্ধের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে এলাকায় মাদক বিক্রি নিষিদ্ধের দাবীতে মদের দোকানে ভাঙচুর করে মহিলারা। ঘটনা জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার রাধাকান্তপুর এলাকায়। আন্দোলনকারী মহিলাদের দাবি, আজ করে যেভাবে ডাক্তার ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে। সবকিছু মদের জন্যই হচ্ছে। তাই অবিলম্বে মদের দোকান বন্ধ করতে হবে। বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ মিছিল থেকে মহিলারা এলাকার একটি মদ দোকানে ভাঙচুর চালান।

রায়দীঘি ও কুলতলি সংযোগকারী খেয়াঘাটটির দ্রুত সংস্কারের দাবিতে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : সুন্দরবনের নদীর একদিকের জেটি কংক্রিটের, অপরদিকে বাঁশের। এই পরিস্থিতিতে নিত্যদিন প্রাণ হাতে করে চলছে যাতায়াত। নজর নেই প্রশাসনের। এমনই ছবি উঠে এলো সুন্দরবনের কুলতলির মৈপিঠ ও রায়দিঘির কনকনদিঘির সংযোগ কারী মাঝের খেয়ার। কংক্রিটের জরাজীর্ণ খেয়াঘাটটি দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। নিরুপায় হয়ে এই খেয়াঘাট দিয়ে প্রতিদিন প্রায় হাজার দেড়েক যাত্রী নদী পারাপার করেন। একপ্রকার জীবন হাতে করে তাঁরা নিত্য এই খেয়াঘাট ব্যবহার করছেন। এই পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা এড়াতে খেয়াঘাটের দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছেন যাত্রীরা। এই খেয়াঘাটটিতে বর্তমানে নেই কোনও রেলিং-এর ব্যবস্থা। ফলে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনার সম্ভবনা প্রবল। এছাড়াও দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় খেয়াঘাটটি যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রাতে এই খেয়াঘাটে থাকে না কোনও আলোর বন্দোবস্ত। সন্ধের পর তাই এই খেয়াঘাট ব্যাবহার করা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কোনরকমে টর্চের আলো জ্বালিয়ে নৌকাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত খেয়াঘাটটির সংস্কার করে ব্যবহারের যোগ্য করে তোলার দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসীরা। এব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল ও রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতার সাথে যোগাযোগ করা হলে ওনারা এই খেয়াঘাটটি সংস্কারের কাজ হাত দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

সরকারি জমি দখল ও অবৈধ নির্মাণ ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বনগাঁয়

কল্যাণ রায়চৌধুরি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র রাজ্যজুড়ে সরকারি জমি থেকে হকার উচ্ছেদ সহ যে কোনও প্রকার দখলমুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ থানার অন্তর্গত দত্তপাড়া কলঘাট এলাকায় সরকারি জমি দখলকে কেন্দ্র করে শাসকদলের দুপক্ষের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চরমে উঠল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই এলাকার দাপুটে নেতা সন্দীপ দেবনাথ। তিনি বনগাঁ দীনবন্ধু কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি তৃণমূলের রাজ্য কমিটিতে প্রভাবে খাটিয়ে স্থান করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। তবে শাসক দলেরই বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর অভিযোগ, সন্দীপ পুরসভায় চাকরি করার সুবাদে সে ও প্রমিত ঘোষ ক্ষমতা বলে সরকারি জমিতেই কংক্রিটের নির্মাণ করেন। স্থানীয়রা বাধা দিলেও দলে যথেষ্ট আধিপত্য থাকায় তা আটকাতে পারেনি স্থানীয় মানুষ। এদিন সেই নির্মাণের পাশেই তৃণমূলের সন্দীপ বিরোধী গোষ্ঠী নির্মাণ তুলতে গেলে সন্দীপ ও তার লোকজন বাধা দেয়। এনিয়ে দুপক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে মারামারিতে পরিণত হয়। উভয় পক্ষের তরফ থেকেই বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিরোধী দলের দাবি, 'সন্দীপ নিজের ও দলের প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ নির্মাণ করছে। ওই নির্মাণের পাশেই নির্মাণ তুলতে গেলে বহিরাগত লোক এনে তাদের উপর চড়াও হয় এবং হামলা চালায়। এমনকী সেই হামলা থেকে বা পড়নি স্থানীয় মহিলারাও।' এ প্রসঙ্গেঁ সন্দীপ দেবনাথ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ' আমি সরকারি জমিতে কোনও নির্মাণ করিনি। যে জমিতে আমি নির্মাণ করেছি, তা আমার ব্যক্তিগত কেনা জমি। তবে এলাকার ছেলেরা নিজেদের প্রয়োজনে ওই স্থানে নির্মাণ করে। এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। বরং সরকারি জমিতে দখলদারিতে বাধা দিতে গেলে আমাকেই মারধর করা হয়।' এবিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'মূলত এটা ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সন্দীপ দেবনাথ বলে একজন আছেন। তিনি তৃণমূলের রাজ্যের নেতা। এখানে তার জায়গায় সামনে আর একজনের জায়গা আছে। সে যখন সেই জায়গায় বিল্ডিং করবে বলে নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে আসে, তখন তাকে মারধর করা হয়। তা দেখে সেই পরিবারের মহিলারাও আসেন। তখন তৃণমূলের যুব নেতা সন্দীপ মহিলাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। তিনি মহিলারও পেটে লাথি মেরেছে। এই বাংলায় যেখানে বলা হচ্ছে বাংলার মেয়ে মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেই বাংলার মেয়ে আর জি করের ডাক্তার ধর্ষিতা হচ্ছেন, তাকে খুন করা হয়। আর এই কলঘাটের মহিলারাও তো বাংলারই মেয়ে। তাকে তৃণমূলের লোক এবং যে মহিলাদের মারা হয়েছে। তারাও তৃণমূল করে। এ সত্ত্বেও তাদের পেটে লাথি মারা হচ্ছে।' বনগাঁ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুই পক্ষেরই অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ঝড়খালির সবুজ বাহিনীর পাশে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত সমাজসেবী সংগঠন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালীর সবুজ বাহিনীর পাশে দাঁড়ালো। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিদ্যাসাগর পল্লীতে সবুজ বাহিনী নামে একটি সংগঠন আছে মহিলাদের। সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য নদীর পাড়ে ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করে। তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য একটি পাঠশালাও করা হয়েছে। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে সেই পাঠশালার পঠন পাঠন ঠিকভাবে হচ্ছে না। পাঠশালাটির মাথার ছাদও এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বর্ষাকালে খুব সমস্যার মধ্যে তাদের পড়তে হয়। গত ১৮ আগস্ট তাদের আমন্ত্রণে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক প্রণব ভুষণ গুহ ঝড়খালীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার সহ-সম্পাদক কুনাল মালিক, প্রিয়ম গুহ, বিশ্বজিৎ পাল, চিত্রসাংবাদিক অরুন লোধ, প্রীতম দাস প্রমূখ। সবুজ বাহিনীর মহিলারা ফুল এবং চন্দন দিয়ে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি এবং আলিপুর বার্তার প্রতিনিধিদের বরণ করে নেন আন্তরিকভাবে। তারপর তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন সবুজ বাহিনীর অন্যতম উদ্যোক্তা প্রশান্ত সরকার। সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ তাদের সমস্যার কথা শুনে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। তারপর নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে সবুজ বাহিনীর মহিলাদের কম্বল এবং কাপড় প্রদান করা হয়।

এপিডিআরের প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : ১৮ আগষ্ট সুন্দরবনের মৈপীঠে এপিডিআরের উদ্যোগে আরজিকরের কর্মরত ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনের বিচার চেয়ে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের বহু ছাত্র ছাত্রী এই মিছিলে অংশ নেয়। এই প্রতিবাদ সভায় দাবি ওঠে, 'আমার দিদির বিচার চাই'। এদিন মৈপীঠের ভাসা স্কুল মোড় থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে ভাসা পাঁচমাথা মোড়ে মিছিল শেষ হয়। অবিলম্বে সকল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা না হলে আগামীদিনে সুন্দরবন জুড়ে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নামবে বলে এসভায় ঘোষণা করেন এপিডিআরের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল।

দেশটা তোমার বাপের নাকি....
বাংলাদেশের ছায়া ক্রমশ প্রকট হচ্ছে বঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই আগস্ট মাসেই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের জেরে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। কিছুদিন আগেই মানুষের রায়ে সরকার গড়েও ধরে রাখতে পারেননি তার সাম্রাজ্য। গোটা বাংলাদেশ যেভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তা দেখে অনেকেই আতঙ্কিত এবং শিহরিত। ওই দেশের এক শিল্পী মৌসুমী যার গান 'দেশটা তোমার বাপের নাকি করছ ছলাকলা' ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই গানই এখন পশ্চিমবঙ্গে আবার নতুন করে ভাইরাল হচ্ছে। আর জি কর হসপিটালে অভয়ার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর গত ১৪ আগস্ট মধ্যরাত থেকে যেভাবে প্রমীলা বাহিনী রুখে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে 'উই ওয়ান্ট টু জাস্টিস' ধ্বনীতে মুখরিত হচ্ছে কলকাতা থেকে গ্রামগঞ্জে আকাশে বাতাসে তা দেখেও অনেকে অবাক হচ্ছেন। কিছুদিন আগেই তো লোকসভা ভোটে ২৯ টা আসন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নজির গড়েছে। প্রতিটি গ্রামগঞ্জে তিলোত্তমা কলকাতায় এখন প্রায় প্রতিদিনই ছাত্র-ছাত্রী যুবক যুবতী ডাক্তার এবং বিভিন্ন পেশার মানুষজন প্রতিবাদে গর্জে উঠছে। আগামী ২৬ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় যদি পদত্যাগ না করেন তাহলে আগামী ২৭ আগস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ। 'দাবি এক দফা এক মমতার পদত্যাগ' সম্বলিত ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযানের ডাকের পোস্টার এখন সর্বত্র ভাইরাল হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার ছুটেছে সুপ্রিম কোর্টে এই নবান্ন অভিযান যাতে শান্তিপূর্ণ হয় সেই অভিলাসে। সিবিআই এখন আর জি কর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে। প্রায় ৭ দিন হতে চলল সিবিআই সে অর্থে তেমন কোন পদক্ষেপ বা মূল অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে পারেনি। আন্দোলনকারী ডাক্তাররা সিবিআইয়ের কাছে দাবি তুলছেন দ্রুত ঘটনার তদন্ত করার জন্য। প্রসঙ্গত আগামী ২৬ আগস্ট যদি মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ না করেন, তাহলে ২৭ আগস্ট কি হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে সেটাই এখন দেখার বিষয়। প্রতিবাদী মানুষদের যা উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে করে অভিজ্ঞ মহল জানাচ্ছেন নবান্ন অভিযান ১০০ শতাংশ সফল হতে পারে। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন নবান্ন অভিযানে সামিল হন তাহলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে তো উঠছে প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কি পারবে এই অভিযান সামলাতে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই বলেছেন, যদি অভিযানে গুলি চলে তাহলে দায়ী থাকবে সরকার। অনেকেই বলছেন যেভাবে পরিস্থিতি চলেছে তাতে করে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ছায়া ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গে প্রকট হচ্ছে। এখন আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আগামী ২৭ আগস্ট কী হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

পড়ুয়া আছে শিক্ষক নেই
(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ১২ জুলাই ৭৪ বারাসতের মহকুমা শাসক শ্রী নারায়ন প্রসাদ বসু অতর্কিতে বারাসত মহকুমার অন্তর্গত বেলেঘাটা নামক একটি গ্রামের প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শনে যান। শ্রীবসু শিক্ষক- শিক্ষিকাদের উপস্থিতির হার দেখে তাজ্জব বনে যান। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা মোট ৮ জন কিন্তু ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন মোট ৩ জন। তার মধ্যে শিক্ষিকার সংখ্যা ২ জন এবং শিক্ষক এক জন। অনুপস্থিত শিক্ষকগনের বিদ্যালয়ে না আসার কোন সন্তোষ জনক কৈফিয়ত পাওয়া যায়নি। বিদ্যালয়ে আছে ছাত্র আছে উপ যুক্ত শিক্ষক সংখ্যাও সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে, তবুও পড়াশুনা হয় না। ফাঁকিতে পড়ছে জাতির ভবিষ্যৎ। শিক্ষকের নাম নিয়ে যাঁরা অশিক্ষা আর ফাঁকির বীজ মন্ত্র শেখাচ্ছেন তাঁদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কারণ দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার কাজ এঁদের উপরই নির্ভরশীল।

৮ম বর্ষ, ১০ আগস্ট ১৯৭৪, শনিবার, ৩১শ সংখ্যা, ২৪ শ্রাবণ, ১৩৮১

দুর্ঘটনা

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : উত্তর দুর্গাপুরের একটি পোষ্টে উঠে কেবল লাইনে কাজ করতে গিয়ে গত মঙ্গলবার বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বহড়ু ঘোষ পাড়ার কচি ঘোষ নামে ৩২ বছরের এক যুবকের। স্থানীয়রা তাকে জয়নগরের সত্যজিৎ নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরনের পথে রাস্তাতেই মৃত্যু ঘটে ওই যুবকের। সদা হাস্যময় ওই যুবকের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত বৃহস্পতিবার রাতে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হল ২ যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের তাঁতকল মোড় এলাকায়। গুরুতর জখম ঈশান নস্কর ও নকুল নস্করের বাড়ি দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের কোড়াকাঠি চড়কতলা এলাকায়। ২ যুবককে ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বাঘের আক্রমণে জখম মৎস্যজীবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন এক মৎস্যজীবি। ঘটনাটি ঘটেছে ১৭ আগষ্ট সকালে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের চামটা জঙ্গল লাগোয়া নদীখাড়িতে। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ওই মৎস্যজীবি কলকাতার একটি বেসরকারী স্বাস্থকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, গোসাবা ব্লকের ছোট মোল্লাখালি পঞ্চায়েতের কালিদাসপুর গ্রামের মৎস্যজীবি গৌর মণ্ডল, ঝন্টু মণ্ডল ও মনোরঞ্জন মিস্ত্রী সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাড়িতে কাঁকড়া ধরার জন্য গত বুধবার রওনা দিয়েছিলেন। শনিবার সকালে চামটা জঙ্গল সংলগ্ন নদীখাড়িতে কাঁকড়া ধরার জন্য দোন ফেলছিলেন ঝন্টু ও মনোরঞ্জন। সেইসময় নৌকার হাল বাইছিলেন গৌর। এমন সময় সকলের অলক্ষ্যে সুন্দরবনের গহীণ জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। টার্গেট করতে থাকে গৌরকে। আচমকা সুযোগ বুঝে গৌরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুন্দরবনের বাঘ। গৌরকে নিয়ে নদীখাঁড়ির জলে পড়ে। তাকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বাঘ। এদিকে সঙ্গীকে বাঘের কবল থেকে উদ্ধার করতে নৌকার হাল নিয়ে দুই সঙ্গীসাথী ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর। দীর্ঘ প্রায় আধ ঘন্টা চলে বাঘে মানুষের তীব্র লড়াই। বাঘ তার শিকার ছাড়তে নারাজ। ঝন্টু ও মনোরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে আওয়াজ করতে থাকে বাঘ। ২ মৎস্যজীবিও হাল ছাড়তে নারাজ। তুমুল লড়াইয়ের পর বেগতিক বুঝে গৌরকে ছেড়ে দিয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায় বাঘ। এরপর দুই মৎস্যজীবি গৌরকে উদ্ধার করে নৌকায় তোলে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গ্রামের ঘাটে ফিরে আসেন। গৌরকে চিকিৎসার জন্য ছোট মোল্লাখালি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ওই মৎস্যজীবির অবস্থা সঙ্কটজনক হলে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।

২০ বছর পর মা ও ছেলেকে মিলিয়ে দিল জেলখানার একজোড়া জুতো

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সময়টা দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর। সেই কুড়ি বছর পর ছেলেকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবে জেলখানার কয়েদীদের সামান্য একজোড়া জুতো। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই বাস্তব। বাংলার বুকে পড়ে থাকা ছেলেকে ফিরে পাবেন মধ্যপ্রদেশের প্রত্যন্ত গাঁয়ের এক মা। এমন অবিশ্বাস্য ঘটনার পিছনে রয়েছে বাংলার পুলিশ প্রশাসন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাম রেডিও ক্লাব এবং ক্যানিংয়ের দাঁড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েত। আগামী সপ্তাহের মধ্যে পুর্নমিলন ঘটবে মা ও ছেলের।

জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর সংলগ্ন প্রত্যন্ত গ্রাম বেলখেড়ি। সেখানের বাসিন্দা যুবক সুরেশ। প্রায় ২০ বছর আগে সুরেশ তার জামাইবাবুকে মোটর বাইকে চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কোন এক ঘটনায় মাঝ রাস্তায় চলন্ত বাইকে রাগ চরমে ওঠে সুরেশের। দুজনের মধ্যে শুরু হয় বচসা। কোন কিছু না ভেবেই জামাইবাবুকে বাইক থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় সুরেশের জামাইবাবু। পরে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। একসপ্তাহ পরে মারা যায়। সুরেশকে দোষী সাব্যস্ত করে মধ্যপ্রদেশের নরসিহপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের তরফে। দীর্ঘ ২০ বছর জেল খেটে বাইরে বেরিয়েছিল সুরেশ। কিন্তু বাড়ির লোকজন কেউ নিতে না আসায় মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল সে। জেল খাটা কয়েদী দিকভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সুদূর মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের ঠাকুরানিবেড়িয়া গ্রামে চলে আসে গত এক সপ্তাহ আগে। একমুখ দাড়ি, একটা ব্যাগ, আধারকার্ড আর পায়ে জেলখানার একজোড়া জুতো ছিল সম্বল। জীর্ণ শরীর ক্লান্ত হওয়ায় গ্রামের রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুরেশ। পরে আলাপ হয় ঠাকুরানিবেড়িয়ার সুনীল নস্কর নামে এক ব্যক্তির সাথে। প্রথমে সন্দেহ হওয়ায় এমন খবর পঞ্চায়েত প্রধান সালমা মণ্ডল ও তাঁর স্বামী রেকাউল মণ্ডলকে জানায় সুনীল। এরপর সুনীলের তত্বাবধানে সুরেশ থাকতে শুরু করে ঠাকুরানিবেড়িয়া গ্রামে। এদিকে এমন এক অপরিচিত ব্যক্তি গ্রামের মধ্যে রয়েছে ভাবিয়ে তোলে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী রেকাউল মণ্ডলকে। তিনি ঘটনার কথা ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষের নজরে আনেন। আইসি সৌগত ঘোষ ঘটনাটি খোঁজখবর নিয়ে ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাম রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাসকে জানায়। এরপর শুরু হয় সুরেশের কাছে পাওয়া আধার কার্ডের ঠিকানা ধরে খোঁজাখুঁজির পালা। আধার কার্ডেও নাম আছে পদবী নেই! কিছুতেই কোন কিছু পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। পরে সুরেশের পায়ের একজোড়া জুতো সমস্ত কিছুর সমাধান করে দেয়। সুরেশ জেলখানায় যে সেলের মধ্যে শাস্তি ভোগ করেছিল, সেই সেলের নম্বর জুতোর গায়ে লেখা রয়েছে। জুতোর নম্বর '**২৪**'। এরপর জুতোর হদিশ দিয়ে সুরেশের পরিবারকে খুঁজে পাওয়া যায়। শুরু হয় যোগাযোগ। সুরেশের ছবি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা কুন্তিবাই মুরাইয়া। সুরেশ ও বাড়িতে ফিরতে চায়। তবে ২০ বছর আগের ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা বলতেই অনুতপ্ত সুরেশ। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। অতীতের ঘটনা ভুলে গিয়ে মায়ের কাছে ফিরতে চায় সে। ছেলেকে নিতে আগামী সোমবার হয়তো ঠাকুরানিবেড়িয়া গ্রামে হাজীর হবেন কুন্তিবাই মুরাইয়া। এমনটা জানিয়েছেন, হ্যাম রেডিওর সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সালমা মন্ডল জানিয়েছেন , আমি একজন মা। মা হয়ে সন্তান কে ফিরে পাওয়া এক অন্য উপলব্দ্ধি। সুরেশ কে তার মায়ের হাতে তুলে দিতে পারবো ভেবে আনন্দ হচ্ছে।'

রেকাউল মন্ডল জানিয়েছেন ,সুরেশকে যে আমরা তার মায়ের কাছে ফেরাতে পারবো তা মোটেই সম্ভব ছিল না। একমাত্র পুলিশ প্রশাসন ও হ্যাম রেডিও'র জন্য তা সম্ভব হয়েছে।' স্থানীয় যুবক সুপ্রকাশ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'দীর্ঘ কুড়ি বছর পর মা ও ছেলের পুর্নমিলন হবে জানতে পেরে খুব ভালো লাগছে। সুরেশ তারে মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরুক সেই কামনাই করছি।'অন্যদিকে সুরেশ জানিয়েছে,মায়ের সাথে বাড়িতে ফিরে গেলেও সম্পর্ক থাকবে সুনীল,রেকাউল,সালমা সহ অন্যান্যদের সাথে।কারণ মাত্র একসপ্তাহের মধ্যে বিশেষ ভাবে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। সেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আজীবন ধরে রাখতে চায় সুরেশ।

অন্যদিকে মা ও ছেলের পুর্নমিলনের শুভক্ষণের দিকে চাতকের মতো অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছেন ঠাকুরানিবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দারা।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ২৪ আগস্ট – ৩০ আগস্ট, ২০২৪

ছন্দে ফিরল সরকারি চিকিৎসা

দিকে দিকে আরজিকরের ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ চলছে। এমন স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বব্যাপী আন্দোলন সাম্প্রতিক অতীতে হয়েছে বলে জানা যায় না। অন্যায়ের বিচার চাইতে দলমতের উঠে আট থেকে আশি পথে নেমেছে। অপরাধীর বিচার দ্রুত শেষ হোক সবারই কাম্য। দাবানলের মতো প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এই ঝড় কখন স্মিমিত হবে তা সময়ই বলবে। চরম রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি এবং স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য চমকে দিচ্ছে রাজ্য তথা ভারতবাসীকে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই কতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন এবং কতটা তথ্য লোপাট করা হয়েছে তা এখন প্রায় প্রতি গৃহে, অফিস আদালতে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। সুপ্রিমকোর্টের নানা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ যেমন চলছে তেমনি সাধারণ মানুষের মনে কোথাও চিকিৎসা না পাওয়ার হতাশা বাড়ছে যদিও সমগ্র চিকিৎসক সব রকমের পরিসেবা স্তব্ধ করেননি।

এক শ্রেণীর অসাধু চিকিৎসা দালাল কিংবা অ্যাম্বুলেন্স চালক পেসেন্ট পার্টির অবস্থা বুঝে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ফন্দি করছেন। খবর পাওয়া গেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কোন কোন অ্যাম্বুলেন্স চালক রোগীকে ডায়মন্ড হারবার সরকারি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে সরাসরি বেসরকারি নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছে সরকারি হাসপাতাল খোলা থাকা সত্ত্বেও। বিপুল পরিমাণ চিকিৎসা বিল মেটাতে তারা হিমসিম খাচ্ছেন। আন্দোলনের রাশ রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের হাতে চলে গেছে। সুপ্রিমকোর্ট মনে করছে এবার ডাক্তারবাবুদের সঠিক চিকিৎসা পরিষেবায় ফেরা প্রয়োজন। বহুক্ষেত্রে চিকিৎসকরা আন্দোলনের মাঝেই জরুরি পরিষেবা বজায় রেখেছেন।

দেশের সাধারণ মানুষ অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিদিন বহু রোগী আউটডোরে চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। কখনওবা বাধ্য হচ্ছেন বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে যেতে। সাধারণ মানুষ চিকিৎসকদের এই ন্যায্য আন্দোলনের পাশে থেকেছেন এবং থাকছেন। সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি চিকিৎসা যথাযথভাবে পেতে পারে এবার সে দিকটাতেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। যদিও আরজিকরের জুনিয়র চিকিৎসকদের ক্ষোভ এত সহজে প্রশমিত হবে না তা প্রশাসন জানে। দেশের নির্ভয়ারা বিচার পাক, কড়া শাস্তি হোক খুনি ও চক্রান্তকারীদের। পাশাপাশি প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার চেনা ছন্দ ফিরে আসুক, এটাই এখন সময়ের দাবি।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

আত্মা চিদ্‌স্বভাব ও সর্বময় বলে তাঁর সাক্ষাৎকার সম্ভব, সাক্ষাৎকার লাভে তিনি ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্ব যে হয়ই না, সে সত্য জানা যায়। চিদণু এক হয়েও বহু প্রতীত হয়, তা নিতান্তই প্রতিভাত, বস্তুতঃ বহুত্ব সত্য নয়, তা আরোপিতমাত্র।

চিদণু আকাশ এতই সূক্ষ্ম যে, তা মন ও বুদ্ধির অতীত, অথচ চিদণু সর্বাত্মক অর্থাৎ শূন্য নয়। চিদ্বিন্দু আছে অথবা নেই এই বোধ করেন সেই আত্মাই, তাই আত্মার অবিদ্যমানতা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। আচ্ছাদিত কপূর দেখা না গেলেও গন্ধ দ্বারা বোধগম্য হয়, মন–বুদ্ধি দ্বারা আচ্ছাদিত আত্মা আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হন। নিরাকার আত্মা মনের কল্পনার দ্বারা আকারিত হন, মনের কারণে অখণ্ড আত্মা খণ্ডিত হন, আবার মনের অপসারণে তিনি যে কিছুই নন, সেই নির্মল ভাবে তিনি স্থিত হন। চিদণু এক হয়েও সর্বভূতে অধিষ্ঠানের কারণে বহু হন। তিনি জগতের কোশ, তিনিই জগতে অধিষ্ঠিত থাকেন, জগৎ ধারণ করেন। চিদণু চিত্তের আকার ধারণ ক'রে নিজেতেই জগৎরূপ তরঙ্গ উৎপাদন করেন। আবার সেই চিদণুই মন–বুদ্ধির অগম্য বলে শূন্য এবং নিজবোধ স্বরূপে পরিজ্ঞাত হয়ে শূন্য হতে অশূণ্য হন। ঐ অণু গমন না করেও গমনশীল বোধ হয় সর্বব্যপকতার কারণে। খণ্ডিতভাবে তাঁকে এক স্থানে দেখে অন্যত্র গমন ক'রে সেখানেও তাঁকে দেখা যায়, তাই তাঁকে গমনশীল মনে হয়। যেখানে তিনি নেই, সেখানে তো যেতে পারেন, কিন্তু যেহেতু অসীম আত্মা সর্বত্র বিরাজিত, তাই তাঁর আর গমনের স্থান কোথায়? চেতনের চেতনাভাব এবং জড়ের জড়ভাব সেই অণুতেই উপলব্ধ হয়, তাই তিনি চেতন এবং জড় হিসাবে আখ্যায়িত হন। আদি অন্ত রহিত পরমাকাশ নির্মল, কোন আকারে তিনি নির্মিত নন, কিন্তু তিনি নিজেতেই জগৎ চিত্র নির্মান করেন। জ্যোতিঃস্বরূপ ঐ আত্মা হৃদয়মন্দিরের প্রদীপ। সেই অনন্ত প্রদীপ সকল সত্তায় অধিষ্ঠিত থেকে সত্তাসমূহকে প্রকাশিত করেন। সূর্য্য–অগ্নি–প্রাণের স্বরূপ বলে তিনি বহ্নি বলে খ্যাত, অথচ নির্জন হওয়ায় তিনি বহ্নি বা অন্য কোন সত্তায় সত্তাবান হন না। বহ্নির স্বরূপও তিনি, তাই তাঁকে বহ্নি নামে কথিত হন, কিন্তু যেহেতু তিনি অক্রিয়, তাই তিনি দগ্ধ করেন না। সূর্য্যাদি সকল নক্ষত্রের প্রকাশক তিনি, এমনকি প্রলয়েও তিনি তাঁর সপ্রকাশত্ব স্বভাব ত্যাগ করেন না। কাল, আকাশ, সত্তা, ক্রিয়া ইত্যাদি সকলই চৈতন্য দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে চৈতন্যেই অবস্থান করে, তাই চৈতন্য সকলের প্রভু, কর্তা, স্বামী ও পিতা। আত্মাই সকলের কারণ কিন্তু তাঁর কোন কারণ বা জনক নেই। আত্মা জগৎ রূপে প্রতীত হন মাত্র, প্রকৃত অর্থে তিনি জগৎ নন, জগতে তাঁর নির্লিপ্ত অধিষ্ঠান থাকে শুধু।

ফেসবুক বার্তা

বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল

উজ্জ্বল গোঁসাই

উপরের কথাটির সঙ্গেঁ চৈতন্য অনুরাগী বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ পরিচিত। এই বৃত্তের বাইরের পাঠকদের জন্য একটু ব্যাখার প্রয়োজন। মহাপ্রভু তখন পুরীতে অবস্থান করছেন। তিনি কাশী মিশ্রের বাড়িতে থাকেন। দিন–রাত রাধা বিভোর হয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে ঘন মূর্চ্ছা যান যাকে বলে অর্ধবাহ্যদশা। গৌরের ভক্তরা প্রতিবছর রথের সময় দল বেঁধে পুরীতে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হতেন। হরিনাম আন্দোলনের খোঁজ খবর বা আগ্রগতি কতদূর হল তা বিশদে মহাপ্রভুকে জানাতেন এবং প্রয়োজনীয়

নির্দেশ প্রভুর নিকট হতে গ্রহণ করতেন। ১৫৩২ কিংবা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ, রথের পূর্বে গৌর ভক্তগন যখন পুরীতে মহাপ্রভুর সঙ্গেঁ দেখা করলেন তখন। অদ্বৈত্ব আচার্যের লেখা একটি চিঠি মহাপ্রভুকে দিলেন। অদ্বৈত্ব আচার্য এটি মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। মহাপ্রভু দেখলেন তাতে লেখা আছে– 'বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল/ বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল/ বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল'– পত্র পাবার পর মহাপ্রভু তাঁর মানবলীলা সম্বরণ করে দিলেন। যদিও তাঁর মৃত্যু নিয়ে আজও ধোঁয়াশা আছে। সে প্রসঙ্গ এই নিবন্ধে অবান্তর। আসল কথা হল– অদ্বৈত আচার্য্য হেঁয়ালীর মাধ্যমে মহাপ্রভুকে বলতে চেয়েছিলেন যে হরিনাম প্রচার অনেক হয়েছে। মানুষজন সব মাতোয়ারা হয়ে গেছে– আর প্রচারের প্রয়োজন নেই। অথাৎ মহাপ্রভু নির্ধারিত কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবার ফিরে যাবার সময়।

ইতিহাসের শিক্ষা হল যে মহাপ্রভুর মতো জ্ঞানী অবতার পুরুষকেও মনে করিয়ে দিতে হয় যে কোথায় থামতে হবে। আমাদের রাজ্যের বর্তমান অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীকে কেউ বলার নেই যে এবার থামুন। তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। সমস্ত জিনিষের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। যাকে আমরা এক্সপেয়ারী ডেট বলে জানি। ঠিক তেমনি ভাবে সমাজে বিভিন্ন পর্যায়ে, সমাজের প্রয়োজনে, সমাজের মধ্য থেকে উদ্ভুত আদর্শের বা সমাজতত্ত্বেরও একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। আজকের প্রগতিশীল আদর্শ সময়ের স্রোতে একটা সময় অকেজো হয়ে যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও একইরকম। আজকে যে শাসক নয়নমনি, কয়েক বছর পর সে হয়ে যায় চক্ষুশূল। রাজতন্ত্রে হলে প্রজা বিদ্রোহ ঘটে। আর গণতন্ত্রে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে টেনে নামায় জনগণ। ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। শাসকরা যখন শাসন ক্ষমতায় থাকে তখন সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়া আশা আকাঙ্খার প্রতি কর্ণপাত করে না তারা কী করে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যায়, কী করে ভোট পাওয়া যায় সেই প্রচেষ্টায় বুঁদ হয়ে থাকে।

মমতা ব্যানার্জী জনপ্রিয় জননেত্রী একথা অস্বীকার করা মানে ইতিহাসের অপলাপ করা হবে। ৩৩ বছরের বাম শাসনকে অপসারণ করার ক্ষেত্রে সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল 'মমর্তা'। গণতন্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্যতাকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে মমতার অবদান অনস্বীকার্য। বুদ্ধদেবের সরকার জমি অধিগ্রহণের ভুল পথ থেকে আর সরে আসতে পারল না মমতার আন্দোলনের চাপে। ২০১১ সালে মমতার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদ প্রাপ্তিতে জনগণ যারপর পাই আনন্দিত হয়েছিল। সময়ের প্রয়োজন পূরণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী অনেক কাজ করেছেন। আবার অনেক অকাজ যা তাঁকে মানায় না সেই কাজও করেছেন। জনসমক্ষে যে সৎ–স্বচ্ছ রাজনীতিক হিসাবে তাঁর উজ্জল ছবি ছিল তা কালক্রমে মলিন হতে শুরু করেছিল একটু একটু করে। ধুলোবালি যখন পড়ছিল তখন জনগণ মনে করেছিল একটু পরিষ্কার করলে মমতার ছবি সাফ হয়ে যাবে। ১২ বছর সময় অতিক্রম, নানান ঘটনায় বিরোধীরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে কিন্তু মমতার জনমোহিনী ইমেজের গায়ে একটুও আঁচড় লাগেনি। সারদা থেকে শুরু করে নারদার ঘুষকাণ্ড– ভোট ব্যাঙ্কে তার প্রতিফলন নেই। নির্বাচনী হিংসা থেকে ভোটে রিগিং হয়েছে প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতায়, কিন্তু তার প্রচারের হাওয়া মমতার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। গ্রামগঞ্জে ব্যাপক দুর্নীতি আর কাটমানি নিয়ে মিডিয়া সরব। দিদিকে বলো প্রকল্পের মাধ্যমে তা সামাল দিয়েছে। বগটুই গণহত্যা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এড়িয়ে গেছেন। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলায় তার ছাপ পড়েনি। ভোটের আগে সন্দেশখালির নারী নির্যাতন নিয়ে বিরোধীরা উত্তাল, পাল্টা ভিডিও জারি করে তা সামাল দিয়েছেন। মন্ত্রীর বান্ধবীর ঘরে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার, চাকরি বিক্রি, রেশন দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে সরকারের ল্যাজে গোবরে অবস্থা হওয়ার কথা। কিন্তু বোধ হয় ভাগ্যের বদ্যানতায় সামলে নিয়ে এমপি সিট বাড়িয়ে নিতে পেরেছেন তৃণমূল নেত্রী।

আর.জি.কর ধর্ষণ কাণ্ডও সামলে নেওয়া যাবে, এমনই মনোভাব নিয়ে মাঠে নামল তৃণমূল। মমতা ব্যানার্জী নিজে মহিলা হয়েও অতীতের বিভিন্ন ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে তাঁর মন্তব্য বা পদক্ষেপ মমতা সুলভ হয়নি। মানুষ পথে নামেনি, কিন্তু তাদের ধারণা একটু একটু করে পরিমানগত পরিবর্তনটি হচ্ছিল। আর. জি. কর কাণ্ডে পুলিশের ভূমিকায় সেই পরিমানগত পরিবর্তনটি গুণগত পরিবর্তনে রূপ নেয় মানুষ পথে নামো। শহরের রাজপথ থেকে গ্রামগঞ্জের গলিপথ। খেলার মাঠ থেকে বিচারালয়, শিক্ষাঙ্গণ থেকে চিকিৎসালয়। সর্বত্র এমন ব্যাপক প্রতিবাদ ইতিহাসে বিরল। বুদ্ধিজীবি থেকে নাট্যকর্মী। সিনেমা জগতের লোকজন সরাসরি বললেন, মমতাকে আর রাজ্যের ক্ষমতায় চাই না। শাসক ভেবেছিল খেলা হবে গান গেয়ে আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুদান দিয়ে দিব্যি চলে যাচ্ছে– ভবিষ্যতেও গড়গড়িয়ে চলে যাবে। শাসকের ভয়ে মানুষ প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু আজ ভয়ের সব বাঁধ ভেঙে গেছে। যাঁরা এককালে মমতার সঙ্গী ছিলেন তারও আজ প্রতিবাদে সরব।

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মের অংশটুকু বাদ দিলে তিনি একজন জননেতা। ইতিহাসে প্রথম গণ আন্দোলনের জনক তিনি। মমতা ব্যানার্জীও জননেত্রী। একজন রাজশক্তিহীন জননেতা–তবুও তাঁকে কখন থামতে হবে তা মনে করিয়ে দেবার লোক ছিল। আর একজন সিংহাসনে আসীন হয়ে ন্যায়কে প্রতিপদে বিড়ম্বিত করে চলেছেন। তাঁকে থামতে বলার কেউ নেই। পরিস্থিতি বিচার করে অনেকেই হয়তো অনুমান করতে পারছে কিন্তু নেত্রীকে বলার মতো সাহস কারো নেই। যারা বলার চেষ্টা করেছে তাদের শাস্তি পেতে হয়েছে। মমতার পাল্টা আন্দোলন হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে। হাটে আর ঐ চাউল বিক্রি হবে না। এই সত্যটা ধরিয়ে দেবার মতো কোন বাউল নেই মমতার দলে। ফলে অচিরে বা মূলে তৃণমূল ধ্বংস হবে এই সংকেত ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

আগস্ট, স্মৃতি ও বাস্তব

নরেন্দ্রনাথ কুলে

আগস্ট মাস ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল সময়কে মনে করিয়ে দেয় । শুধু এ দেশে নয় বিশ্বের কাছে এই আগস্ট মাস এক গভীর স্মৃতি হয়ে আছে। এ মাসের ১১ তারিখ এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম, এ মাসে আমরা বিশ্বকবিকে হারিয়েছি। এই মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। সেই মানবশরীরে নেই, নজরুল বাকরুদ্ধ। তাঁদের উপস্থিতি এই আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে আরো তীব্র করে তুলতে পারতো, শুধু তাই নয় আন্দোলনের গতিপথকে অন্যভাবে চালনা করে দেশবাসীর জন্য স্বাধীনতা তখনই ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হত।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মিত্রশক্তির সঙ্গী হিসেবে ব্রিটিশ নিজে এই যুদ্ধে লিপ্ত। বিদেশের মাটি থেকে নেতাজি এই মোক্ষম সুযোগকে কাজে লাগাতে দেশের

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে

স্বাধীনতা অর্জনের পথে এই মাসেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন সর্ববৃহৎ রূপ নিয়েছিল। সমস্ত দেশবাসী সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ভারত ছাড়ো আন্দোলন যা আগস্ট আন্দোলন হিসেবেও পরিচিত। গান্ধীজীর করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে (ডু অর ডাই) সারা দেশবাসীকে সেদিন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনেকে জাগিয়ে তুলেছিল। প্রায় দেড়মাস আন্দোলনের তীব্রতায় ব্রিটিশের দোর্দন্ডপ্রতাপ শাসনকে একেবারে ভেঙে পড়ার মুখে হাজির করেছিল। এই আন্দোলনে ভারতবাসী স্বাধীনতা–সূর্যের অনেক কাছে চলে এসেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সময়কালীণ এ দেশে তখন নেতাজি অনুপস্থিত, দেশবন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথ নেতাদের বারবার অনুরোধ করেছেন। তৎকালীন দেশের নেতৃবৃন্দ নেতাজির কথায় কর্ণপাত করেননি। নেতাজির দেশে থাকাকালীন সময়ে এ দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর যখন বিরুদ্ধচারণ করেছেন, তখন তাঁর অনুপস্থিতির অনুরোধ তাঁরা রাখবেন কেন? তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই তা রাখেননি। নেতাজির প্রতি এই বিরুদ্ধচারণ না থাকলে স্বাধীনতার ইতিহাস হয়তো অন্য ধারায় বইতে পারতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একদিকে অক্ষশক্তি – জার্মান, জাপান, ইতালি, আর একদিকে মিত্রশক্তি– ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন । ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়ে ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে । সমাপ্তির একমাস আগে জাপানের দুটো শহরকে নতুন যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগে একেবারে ধ্বংস করে দিল আমেরিকা। ৬ আগস্টে হিরোশিমা, ৯ আগস্টে নাগাসাকি ধ্বংস হল। সারা পৃথিবী সেই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের শক্তির চেহারায় আঁতকে উঠেছিল। সাড়ে তিন লাখ মানুষের মধ্যে এক লাখ চল্লিশ হাজার মানুষ মারা যায় একটি শহরে, আর একটি শহরে মারা যায় বাহাত্তর হাজার। মানুষ পোড়ার গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে গিয়েছিল সেদিন । তারপর নেমেছিল কালো বৃষ্টি। পরমাণুর বিকিরণ আড়াই থেকে পাঁচ কিমি ব্যাসার্ধের থাকা মানুষদের তৎক্ষণাৎ শুধু ঝলসে দেয়নি, সেই বিকিরণ বেঁচে থাকা প্রজন্মকে শুধু পঙ্গু করে দেয়নি, মানুষের কয়েক প্রজন্মকে সেই অস্ত্র– যে পঙ্গু করে দিতে পারে, এই সংবাদে বিজ্ঞান অভিশাপ হিসেবে সেদিন প্রমাণিত হল। বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ সে প্রশ্নে সেদিন বিদ্ধজনেরা বিচলিত না হয়ে পারেনি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিচলিত হয় না। মিত্রশক্তির আমেরিকা সেদিন বিচলিত হয়নি । আইনস্টাইন সহ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা সেদিন মানসিকভাবে ভীষণ আহত হয়েছিলেন।

এই যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় সারা বিশ্ব সেদিন ভেবেছিল এই যেন বিশ্বের বুকে শেষ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ স্মৃতির গভীরে যেন উস্কে দেয় যুদ্ধ না করার। সব যুদ্ধই যেখানে সাধারণের প্রাণের কথা বলে না, যদি বলতো তখন সেই ভাবনাই বলে দিত যুদ্ধ না করার। কিন্তু প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছে এই কথাটা কি গুরুত্বপূর্ণ? আজকের রাশিয়া–ইউক্রেন ও ইসরাইল–প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ তা বলে দিচ্ছে। মানুষের স্বার্থের থেকে রাষ্ট্রের ক্ষমতার স্বার্থ বড়ো হয়ে উঠলেই যুদ্ধের বাতাস বইতে থাকে। মারণাস্ত্রের ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হতে দেশে দেশে চলছে এক ছায়াযুদ্ধ। অবশ্যই তার সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা–বাণিজ্যের এক নিবিড় যোগ আছে। প্রতি দেশের বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতে তাই বরাদ্দ হয় সবথেকে বেশি। অথচ শান্তির বাণী বয়ে বেড়ায় সকল ক্ষমতাধারী দেশ।

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার কথা থেকে বোঝা যায় যে ক্ষমতাধারী দেশের শান্তির বাণী একটা কৌশল মাত্র। তাঁর কথায়, বর্তমানে শুধুমাত্র বৃহৎ জাতিগুলি পারমাণবিক জ্বালানি, কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার একচেটিয়া অধিকারী এবং এগুলি সম্পর্কে গোপনীয়তা অবলম্বন করে এসেছে। এটা কি নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ভীতি প্রদর্শন নয়–যাকে আমরা অনুন্নত দেশগুলির উপর পারমাণবিক সাম্রাজ্যবাদ বলতে পারি? ...আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও ঠান্ডা লড়াই এখনও চলছে এবং গোটা বিশ্বে ত্রাস সৃষ্টি করছে। আজও যুদ্ধের সেই প্রস্তুতি চলছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি লাভে। এই স্বার্থসিদ্ধির পিছনে যদিও কোনো দেশেরই মানুষের স্বার্থসিদ্ধি হয় না। কেবল যুদ্ধ নিয়ে উত্তেজনার আড়ালে দেশে দেশে চলা এই ঠান্ডা লড়াইয়ে সত্যি ফুটে উঠছে কে কাকে ত্রাস সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শান্তির বাণী দেশে দেশে শান্তি যদি সত্যিই পৌঁছে যেত, তাহলে দেশে দেশে সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধির প্রয়োজন হত না। আর আজকের প্যালেস্টাইন ও ইউক্রেনবাসীদের যুদ্ধের কবলে পড়তে হত না। বিশ্ব বাজার দখলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ক্ষমতায়নের বিভাজনেই যুদ্ধের ছায়াকে ধরে রেখেছে। এ দেশও সেই পথ থেকে বিচ্যুত নয়।

দেশ দেশান্তরে

আফ্রিকার এই সুন্দর দেশটির সব মানুষ কথা বলেন বাংলায়

সিদ্ধার্থ সিংহ

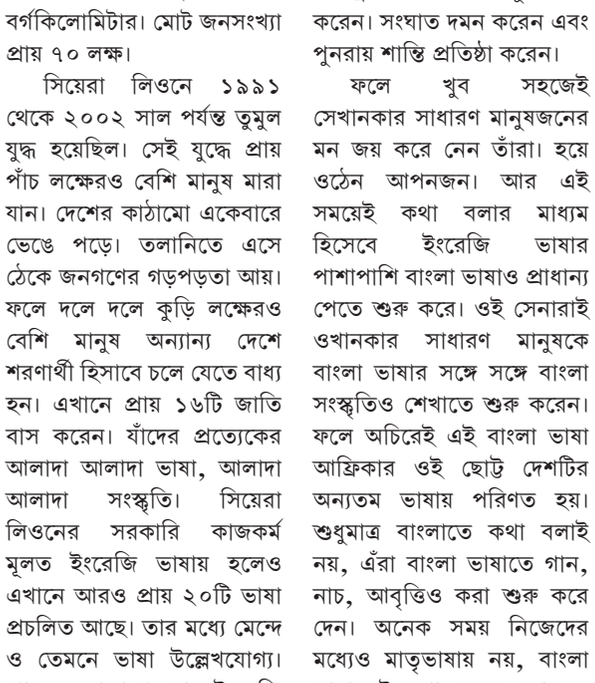

বাংলা ভাষা তার সীমানা পেরিয়ে প্রায় ১৫ হাজার মাইল দূরে আফ্রিকার একটি ছোট্ট অপরিচিত দেশে শুধু পৌঁছেই যায়নি, সবার মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে। দেশটির নাম সিয়েরা লিওন। এর উত্তর দিকে রয়েছে গিনি, দক্ষিণ–পূর্বে লাইবেরিয়া আর দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। এর মোট আয়তন ৭১ হাজার ৭৪০ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ।

সিয়েরা লিওনে ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে প্রায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা যান। দেশের কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ে। তলানিতে এসে ঠেকে জনগণের গড়পড়তা আয়। ফলে দলে দলে কুড়ি লক্ষেরও বেশি মানুষ অন্যান্য দেশে শরণার্থী হিসাবে চলে যেতে বাধ্য হন। এখানে প্রায় ১৬টি জাতি বাস করেন। যাঁদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাষা, আলাদা আলাদা সংস্কৃতি। সিয়েরা লিওনের সরকারি কাজকর্ম মূলত ইংরেজি ভাষায় হলেও এখানে আরও প্রায় ২০টি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে মেন্দে ও তেমনে ভাষা উল্লেখযোগ্য। প্রায় ১০ শতাংশ লোক ইংরেজি ভাষাভিত্তিক একটি ক্রেওল ভাষা, ক্রিও–তে কথা বলেন। এই ক্রেওলটি সিয়েরা লিওনের প্রায় সবারই দ্বিতীয় ভাষা ছিল। মেন্দা ভাষা দক্ষিণাঞ্চলে, তেমনে ভাষা মধ্যাঞ্চলে এবং ক্রিও ভাষা প্রায় সার্বজনীন ভাষা বা লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হিসেবে ব্যবহৃত হত।

এখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে গৃহযুদ্ধ যখন প্রকট আকার ধারণ করে তখন জাতিসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়। বাংলাদেশ–সহ আরও ১২টি দেশ এই মিশনে যোগদান করে। সবাই মিলে সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রধানত বাংলাদেশের সেনারা ওখানকার গেরিলা নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করেন। সংঘাত দমন করেন এবং পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ফলে খুব সহজেই সেখানকার সাধারণ মানুষজনের মন জয় করে নেন তাঁরা। হয়ে ওঠেন আপনজন। আর এই সময়েই কথা বলার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাও প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ওই সেনারাই ওখানকার সাধারণ মানুষকে বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতিও শেখাতে শুরু করেন। ফলে অচিরেই এই বাংলা ভাষা আফ্রিকার ওই ছোট্ট দেশটির অন্যতম ভাষায় পরিণত হয়। শুধুমাত্র বাংলাতে কথা বলাই নয়, এঁরা বাংলা ভাষাতে গান, নাচ, আবৃত্তিও করা শুরু করে দেন। অনেক সময় নিজেদের মধ্যেও মাতৃভাষায় নয়, বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। আর এ জন্যেই সুদূর আফ্রিকার একটি ছোট্ট দেশে ইংরেজির পাশাপাশি কেজো ভাষা হিসেবে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে আমাদের এই বাংলা ভাষা। আর এখন ওই দেশের প্রায় সকলেই বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন।

পাকিস্তানে বন্দুকধারীদের হামলা

সুমন্ত ভৌমিক

গত বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে বন্দুকধারীদের হামলায় অন্তত ১১ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও সাতজন বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে ডাকাত দমনে প্রায়ই অভিযান চালায় দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। এই ডাকাতেরা গ্রাম ও জঙ্গল এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

অপহরণ করে প্রায়ই তারা মুক্তিপণ আদায় করে বলে খবর। বিগত কয়েক মাসেও এই ডাকাতেরা পুলিশের ওপর হামলা চালিয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ডাকাতের সন্ধানে রহিম ইয়ার খান এলাকার মরুভূমিতে টহল দিচ্ছিলেন পুলিশ এর একটি টিম। এ সময় তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা রকেটচালিত গ্রেনেডও ব্যবহার করেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, তারা ডাকাত নাকি কোন সশস্ত্র গোষ্ঠী সদস্য। এই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

বিগত কয়েক বছরে পাকিস্তানে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলা বেড়েছে। তবে একক কোন হামলায় এত সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনা বিরল। গতকালের হামলার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এক বিবৃতিতে বলেন, জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এদিকে সেদিনই পাঞ্জাবে একটি স্কুলবাসে হামলা চালিয়েছে বন্দুকধারীরা। এতে দুই শিশু নিহত এবং ছয়জন আহত হন। তবে স্থানীয় একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওই বাসের চালককে লক্ষ্য করেই হামলাটি চালান হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। শত্রুতা থেকে এই হামলা কি না তাও দেখা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত এই দুটি হামলার দায় স্বীকার করেনি কোন পক্ষ।

উত্তরের আঙিনায়

ফাঁসির দাবিতে অবস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ১৮ আগস্ট ২০২৪ আর জি কর কান্ডের দোষীদের ফাঁসির দাবিতে শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ২ তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ডাকে শিলিগুড়ির ব্যস্ততম রাস্তা হাস মি চক অর্থাৎ ভেনাস মোড়ে, শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ১ তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ডাকে শিলিগুড়ি জংশনে এবং শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ৩ তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ডাকে সেবক রোডের পায়েল সিনেমার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন। এই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অলক চক্রবর্তী এবং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পাপিয়া ঘোষ এবং শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও অন্যান্য সংগঠনের পদাধিকারী কর্মী সমর্থকবৃন্দ।

পথে সাংবাদিকরা

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : গত ২২ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় উত্তরবঙ্গে বৃহত্তম সাংবাদিকদের শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে আর জি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে সাংবাদিকরা হাতে প্ল্যাকার্ড ও মোমবাতি জ্বালিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। মিছিলটি শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবের থেকে বেরিয়ে হসপিটাল মোড়, হাশমি চক, হিল কার্ট রোড, সেবক মোড় হয়ে পুনরায় হাশমি চকে এসে শেষ হয়।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস ঘেরাওয়ের ডাক বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে, গত বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কার্যালয় ঘেরাও করার ডাক দেয় বিজেপি। মিছিলটি শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে দুপুরে শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন সড়ক পথ অতিক্রম করার পর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে পৌঁছানোর পর পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় বিজেপি নেতাকর্মীদের। সেখানে পুলিশের ব্যারিকেড সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে বিজেপির নেতাকর্মীরা। সেই সময়কালে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয় তাদের। মহকুমা পরিষদ ভবনের দরজার কাঁচ ভাঙ্গা হয় বলে অভিযোগ।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

মহিলা মৎস্যজীবিদের সম্মেলন হয়ে গেল বাসন্তীর কুলতলিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবন: সারা দেশে উল্লেখযোগ্য কৃষি প্রধান এলাকাগুলির মধ্যে সুন্দরবন অন্যতম, এখানে বছরে একবার মাত্র ধান চাষ হয়। দ্বি ফসলি চাষের কোনো সুযোগ নেই। লোনা জল আর মিঠে মাটি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রতিবছর বন্যা আর অতিবৃষ্টি ঘূর্ণিঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয়।ফলে দিন দিন সুন্দরবনের বাসিন্দাদের জীবন জীবিকা অনিশ্চয়তার দিকে চলে যাচ্ছে। পরিবারের পুরুষ ছেলেরা রুটি রুজির সন্ধানে ভিন রাজ্য ভিন দেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে যাচ্ছে। আর মায়েরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে মীন বাগদা ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করছে। এমন পরিস্থিতিতে বাসন্তীর কুলতলিতে মিলন তীর্থ সোসাইটি ব্যবস্থাপনায় সিফ্রির সহযোগিতায় সুন্দরবনের মহিলাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে মৎস্য চাষের উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বিতীয় বর্ষের মহিলা মৎস্যজীবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।এই দিন ৫০০ জনকে ৬ কেজি মাছ ও ১০০ কেজি করে মাছের খাদ্য তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে জেনারেল ফিশারিজ সাইন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর ড: জে কে জেনা বলেন আই সিএ আর প্রতিষ্ঠানগুলি গবেষণা কাজে যুক্ত তা সত্বেও আমরা চেষ্টা করি দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাতে আর্থিকভাবে কিছুটা স্বনির্ভর হতে পারে। সেজন্য ইনপুট সহ প্রযুক্তি

ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। সারা দেশজুড়ে কম-বেশি ১১৩ টি আই সি আর ইনস্টিটিউট কৃষি ও কৃষক কল্যাণের কাজে ভিন্নমুখী গবেষণার সঙ্গে যুক্ত আছে। তিনি এদিন আরও বলেন, সুন্দরবন এলাকায় মিলন তীর্থ তাদের সঙ্গে জুড়ে যাতে ছোট ছোট হ্যাচারি করা যায় সে ব্যাপারে চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা ও মিলন তীর্থ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগকে তিনি প্রশংসা করেন। আটারির অধিকর্তা ড: প্রদীপ কুমার দে বলেন, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিকে যাতে যুক্ত করা যায় সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা ডঃ বসন্ত কুমার দাস বলেন, ইতিমধ্যে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে কম বেশি ৫ হাজার উপজাতি পরিবারের সহযোগিতার চেষ্টা করা হয়েছে, আশা করছি আগামীদিনে আমাদের ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি, মাছের পোনা ,ফিস ফিড দেওয়ার ক্ষেত্রে। ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের ডেপুটি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ শংকর দাস বলেন, মৎস্য চাষীরা মাছ চাষের জন্য যদি লোনের আবেদন করে সে ক্ষেত্রে দ্রুত অনুমোদনের বন্দোবস্ত করা হবে। কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটি উদ্যোগে মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক তার সঙ্গে থাকতে আগ্রহী। এবিষয়ে মিলন তীর্থ সোসাইটির সভাপতি লোকমান মোল্লা বলেন, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে সুন্দরবনে পরিচিত। এখানে বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন পথ নেই। একমাত্র ধান চাষের পাশাপাশি মাছ চাষে ভরসা, তাঁর ওপর প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ে প্রান্তিক চাষীরা চাষ ছেড়ে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে চলে যাচ্ছে। মায়েরা জীবনে ঝুঁকি নিয়ে নদীতে মিন, বাগদা ধরা থেকে শুরু করে শহর এবং শহরতলীতে ঠিকা কাজ করার জন্য সকালের ট্রেনগুলিতে প্রতিদিন যাতায়াত করছে। এরকম একটি সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের সংস্থা সমীক্ষা করে দেখে যে সুন্দরবনের প্রতিটি পরিবারের কাছে চাষের জমি নেই এ কথা সত্য তেমনই একথা সত্য প্রায় ৮০ভাগ পরিবারের কাছে ছোট ছোট পুকুর আছে পুকুরগুলিতে মাছ চাষ করতে পারলে জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও আর্থিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা সঙ্গে যোগাযোগ করার পর সুন্দরবনের বাসন্তী, গোসাবা এলাকায় কাজ শুরু করা হয়েছে, আগামীদিনগুলিতে সমগ্র সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া মহিলারা যাতে সুযোগ পায় সে ব্যাপারে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের উপমুখ্য নির্দেশক মৎস্য বিজ্ঞানী ড: জে কে জেনার হস্তক্ষেপের দাবি জানান, তিনি। এদিন মহিলা মৎস্যজীবী অনিমা খাঁ, সান্তনা ভৌমিক, লিপিকা মণ্ডলরা মাছের চারা পোনা ও ফিড ফিশ পেয়ে খুশি। এদিন মুষল ধারার বৃষ্টির মধ্যেও সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মহিলা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

নটে চাষের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : সুন্দরবনে ধানের পাশাপাশি লবন সহনশীল বিকল্প চাষে কৃষকদের পাশে এগিয়ে এলো কয়েকটি সংস্থা। হারিয়ে যাওয়া নটে শাকের বীজের ১০ রকম প্রজাতির বীজ নিয়ে পরীক্ষামূলক চাষের কাজ চলছে সুন্দরবনের কুলতলি ও বাসন্তী ব্লকে। নটে শাকের এই ১০ রকম প্রজাতির মধ্যে কোন কোন প্রজাতির চাষ সুন্দরবনে ভালো হতে পারে তা নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজ ও শুরু করেছে নিমপীঠ লোকমাতা রাণী রাসমণি মিশন। তাঁরা হায়দ্রাবাদের 'ওয়াসান' নামে একটি সংস্থা ও বাসন্তীর 'চম্পা মহিলা সোসাইটির' সহায়তায় এই কাজ শুরু করেছে সুন্দরবনের ২টি ব্লকে। বৃহস্পতিবার এই সংস্থাগুলির উদ্যোগে সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব মধ্য গুড়গুড়িয়ার বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে ৫০ জন কৃষকদের নিয়ে নটে শাকের ভ্যারাইটি বীজের ওপর একটি প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। যাতে সুন্দরবনের বাসন্তী ও কুলতলি ব্লক থেকে বহু পুরুষ ও মহিলা কৃষক অংশ নেন। এদিন এই শিবিরে নটে শাকের বিষয়ে কৃষকদের কাছে বিস্তারিত আলোকপাত করেন নরেন্দ্রপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি শস্য বিশেষজ্ঞ সুকমল সরকার, গবেষক অনন্য ধর, হায়দ্রাবাদের ওয়াসন সংস্থার সদস্য শুভদীপ মণ্ডল, নিমপীঠ লোকমাতা রানী রাসমণি মিশনের সদস্য দেবী প্রসাদ রায়, মৃণাল সামন্ত, অশোক হালদার সহ আরও অনেকে। এদিন এই চাষ কিভাবে করতে হবে, কিভাবে মাটির যত্ন নিতে হবে, কতটা পরিমাণ জৈব সার দিতে হবে, পোকার হাত থেকে কিভাবে ফসলকে রক্ষা করতে হবে তাঁর ওপর বিশদে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া এদিন এই এলাকায় নটে শাকের জমিতে গিয়ে কৃষকরা কোন প্রজাতির নটে শাখের গ্রোথ এসেছে অর্থাৎ কোন প্রজাতির নটে শাকের চাষ এই এলাকায় করা উচিত তাঁর ওপর তাদের অভিমত প্রকাশ করেন। চিহ্নিত করেন সেইসব গাছকে। এব্যাপারে এদিন কৃষি বিশেষজ্ঞ সুকোমল সরকার বলেন, গুরুত্বহীন হয়ে যাওয়া এই ধরনের চাষের প্রতি চাষিদের আগ্রহ বাড়াতে এবং নটে শাকের প্রতি কৃষকদের আরো বেশি করে সচেতন করতে হাতে কলমে একটি প্রশিক্ষণ শিবির হয়। সম্পূর্ণ জৈব উপায়ে এই চাষ করা হচ্ছে বলে এদিন জানালেন লোকমাতা রানী রাসমণি মিশনের সদস্য মৃণাল সামন্ত। তিনি বলেন, আমি আমার জমিতে হারিয়ে যাওয়া এই নটে শাকের ১০ রকম প্রজাতির চাষ করেছি।কিছু গাছে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে পোকার আক্রমন হয়েছে। তবে পোকার হাত থেকে নটে শাকের ফলন বাঁচাতে ও এই ধরনের চাষকে ব্যবসায়িক ভাবে চাষ করে কত বেশি মুনাফা আসতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। লবণ সহনশীল সুন্দরবনে বিকল্প এই চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থান আরও মজবুত হতে পারে বলে মনে করেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

ধানবাদে নেতাজি অর্ন্তধান নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধানবাদের স্কুল অব মাইনস, আইআইটির গোল্ডেন জুবিলি প্রেক্ষাগৃহে ১৮ তারিখ সন্ধ্যায় নেতাজি রহস্যের উপর একটি আর্কষণীয় আলোচনা হয়। বেঙ্গল ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এই সভায় বৃষ্টি উপেক্ষা করে বহু মানুষের সমাগম হয়। নেতাজির প্রতিকৃতিতে সভার সভাপতি অতনু গুপ্ত, সম্পাদক গোপাল ভট্টাচার্য ও মুখ্য বক্তা নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরি মাল্যদান করেন।

প্রায় ১ ঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতায় নানা তথ্যসহ ডঃ চৌধুরি জানান, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগষ্ট বিশ্বের কোথাও কোন সামরিক কিংবা আসামরিক বিমান ভেঙে পড়েনি। মার্কিন গোয়েন্দাদের মতে এটি ছিল– 'মাষ্টার ডিসেপশন প্ল্যান অব বোস' অর্থাৎ অসাধারণ কৌশল ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর। এছাড়া আজাদ হিন্দ সরকারের অর্থ তৎকালীন ভারত সরকার কতৃক আত্মসাৎ, রাষ্ট্র সংঘের সনদে যুদ্ধাপরাধীর প্রত্যার্পণ সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষর ইত্যাদি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। জনৈকা অ্যানিটা পাফ এর ওইদিন তোলা তাঁর 'পিতা' নেতাজির 'চিতাভস্ম' ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবি প্রসঙ্গে ড. চৌধুরি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত নেতাজি ফাইলের নথি থেকে স্পষ্ট যে নেতাজির তথাকথিত বিবাহ গল্পটি তৎকালীন সরকার নানা কারণে সাজিয়ে ছিলেন বসুবাড়ীর একাংশকে কাজে লাগিয়ে তিনি আরও বলেন, নেতাজির তথাকথিত কন্যা আদৌ নেতাজির সঙ্গে আইনগত কিংবা ব্যায়োলজিক্যালি যুক্ত নন। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশনের অন্যতম ডিপোনেন্ট হিসাবে ড. জয়ন্ত চৌধুরী বলেন যে নেতাজির দাদা শরৎ বসুর পুত্র সুর্যকুমার বসু এফিডেভিড পেশ করে কমিশনের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন, তারা যেন অ্যানিটা পাফের রক্তের নমুনা সংগ্রহ না করে কারণ তার ডি এন এ সুভাষচন্দ্র বসুর বলে কথিত রেনকোজি চিতাভস্মের সঙ্গে মিলবে না।

দেশাত্ম বোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আমরা স্বদেশ' ও 'স্ফুলিঙ্গ' গোষ্ঠীর সমগ্র নৃত্য আবৃত্তি সুতপা সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। 'আমার সোনার বাংলা' সঙ্গীত পরিবেশনের সময় উপস্থিত দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানের সাম্প্রতিক নারী নির্যাতন বিরোধী প্রতিবাদীভাবের ছায়া প্রকট হয়েছিল। সৌমিলী রায় চৌধুরির 'কারার ওই লৌহ কপাট'– নজরুল নৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। ধানবাদের এই ঐতিহ্যবাহী 'বেঙ্গল ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি' প্রতিবছর বইমেলা, রক্তদান শিবির ও নানা সমাজ সেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত বলে জানান সোসাইটির সেক্রেটারী গোপাল ভট্টাচার্য।

ভয়ের আবহে বাংলাদেশে কমছে পুজোর সংখ্যা

প্রথম পাতার পর

এমনকি, তিনি গত সপ্তাহে বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকায় কেন্দ্রীয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে সেখানকার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি একাধিক বিষয়ে আলোচনাও করেন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বহুবছর ধরে মহা ধুমধামে দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ঢাকাতেই আরও কিছু ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো রয়েছে। ঢাকার বিখ্যাত রমনা কালী মন্দির, টিকাটুলিতে ভোলাগিরি মন্দিরে প্রতিবছরই শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভক্ত সমাগম হয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের জন্মভিটা বাজিতপুরে মহা সমারোহে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। ঝিনাইদহ জেলা শহরের জোড়াপুকুর পাড়ে আয়োজিত জমজমাট দুর্গাপুজো প্রতিবারই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করে। সাতক্ষীরা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নাটোর, মাগুড়া, বগুড়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, কালীগঞ্জ সহ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে প্রতিবার ৫০ হাজারের অধিক দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয় বলে সেদেশের বেশ কয়েকজন নাগরিক দাবি করেছেন। একইসঙ্গে তাঁরা জাতি হিংসার বাতাবরণে এবারের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে যথেষ্টই আতঙ্কিত বলে জানিয়েছেন।

তবে, এবারের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যেও বেশ কিছু যায়গায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় দেবীমূর্তি নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ শ্রী শ্রী প্রণব মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সঙ্গীতানন্দজি মহারাজ ঢাকা থেকে প্রসঙ্গক্রমে বলেন, বাংলাদেশের বাজিতপুর, সাতক্ষীরা সহ মোট সাতটি জায়গায় আমরা দুর্গাপুজোর আয়োজন করি। এবারও সেইমতো প্রস্তুতি চলছে। ঝিনাইদহ শহরের একটি বিখ্যাত সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে এবারও তারা লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে শারদোৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু করেছে। উল্লেখ্য, পড়শী রাষ্ট্র বাংলাদেশে মাসাধিক কালব্যাপী রক্তক্ষয়ী ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সম্প্রতি রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বিশ্বের বিত্তশালী শক্তিধর দেশগুলির নজর পড়েছে এই মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে। নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বর্তমানে সেদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। তবে, ৮ আগস্ট নতুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আগেপিছে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি সশস্ত্র আক্রমণের পাশাপাশি জাতি হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তাতে রাষ্ট্রসংঘ চরম উদ্বেগ প্রকাশ করে। এই জাতি বিদ্বেষের কবলে পড়ে সেদেশের সংখ্যালঘু বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ। মৌলবাদী সংগঠনের সদস্যদের সশস্ত্র হামলায় বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের একাধিক মন্দির, উপাসনালয়, দেবদেবীর বিগ্রহ সহ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশজুড়ে এই রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির শিকার হয় অসংখ্য মানুষ। শত শত মানুষের মৃত্যুমিছিল আর স্থাপত্যশৈলীর ধংসস্তূপ দেখেছে বিশ্ববাসী। এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি ভারতবর্ষও মনেপ্রাণে চায় বাংলাদেশে দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক। সেখানকার দলমত–জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই আবার স্বাভাবিক ছন্দে জীবনের আনন্দ ফিরে পাক। ঠিক একইভাবেই এবারের শারদোৎসবের আনন্দও যেন সকলে ভাগ করে নিতে সচেষ্ট হয়।

জল ছাড়ার মিথ্যা অপবাদে ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও

প্রথম পাতার পর

এর আগে এদিন দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকার শাহজাদপুরের কনফিডেন্স সেন্টারের সামনে থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়। চিন, পাকিস্তান, তালিবান বাংলাদেশের পাশে আছে উল্লেখ করে ভারতের বিরুদ্ধে চলে বিষোদ্গার। আর জি করে ধর্ষনের উল্লেখ করে ভারতকে অশ্লীল দেশ বলে উল্লেখ করা হয়।

অপরদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক–ই–আজম বলেছেন, 'আমরা জানতাম না। এটা আকস্মিক একটা 'ফ্ল্যাশ ফ্লাড'। কেউ কেউ বলছে ওপার, ওখান থেকে জল এসেছে। ভারতীয় অঞ্চল থেকেও জল নেমে এসেছে। ভারতের অংশে বাঁধ খুলে দেওয়ায় বন্যা হয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় লেখা হলেও এ ব্যাপারে সরকারিভাবে তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ ৮ জেলা বন্যা কবলিত। জলবন্দী প্রায় ৩০ লাখ মানুষ। উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে সেনাবাহিনী। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। বন্যার্তদের প্রতি জানিয়েছে সমবেদনা। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। ভারত বলছে, প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সীমান্ত লাগোয়া দুই দেশের নদী সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যেরও বড় অংশ জলের নিচে। এসব এলাকার পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় উদ্ধার তৎপরতা চালাতেও বেগ পেতে হচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দাবি, বাংলাদেশের উত্তর–পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড় থেকে নেমে আসা গোমতী নদী দুই দেশের মধ্যেই প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত বাংলাদেশ। ওই নদীর ওপর যে বাঁধ রয়েছে সেটি বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত ওই ১২০ কিলোমিটারের মধ্যে তিন জায়গায় দুই দেশের যৌথ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র আছে। যা থেকে নদীর জলস্তরের দিকে নজর রাখা যায়। বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত এই সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে থাকে। সেই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, গোমতী নদীর অববাহিকায় গত ২ দিন ধরে যে বৃষ্টি হয়েছে, তা নজিরবিহীন। অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ফলে ভারতের ত্রিপুরার বড় অংশও প্লাবিত।

ভারত সরকার জানিয়েছে, বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাঁধটি থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশও বহু বছর ধরে এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবিধাভোগী। বাংলাদেশ এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে যাতে দুই দেশের সম্পর্ক অবনতি না ঘটে সেদিকেও নজর রাখছে দিল্লি।

ভাঙনে দ্বীপ জুড়ে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

তবে এখনও পর্যন্ত নদী বাঁধ ভেঙে বা ছাপিয়ে গ্রামে নোনা জল ঢোকেনি। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী। এবিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা মানবেন্দ্র প্যায়ড়া বলেন, গত প্রায় দুমাস আগে ওই নদী বাঁধের কিছুটা অংশে ধস নেমেছিল। সেই সময় সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধ মেরামত করা হয়। কিন্তু এরপরে ওই নদী বাঁধ মেরামত করা হয়নি। পূর্ণিমার কোটালে জলের চাপ থাকায় আবারও ওই নদী বাঁধে প্রায় ১০০ ফুট ধস নেমেছে। যদি এই কোটালে স্বাভাবিকের থেকে নদীর জল কিছুটা বাড়ে তাহলে গ্রামে নোনা জল ঢুকতে পারে। ওই নদী বাঁধের পাশাপাশি প্রচুর বাড়ি ও চাষের জমি রয়েছে। কোনভাবে নোনা জল ঢুকে গেলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে মৌসুমী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য জানিয়েছেন এই নদী বাঁধের ভাঙ্গন নিয়ে বহুবার শেষ দপ্তরকে জানানো হয়েছে ও সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধ বহুবার মেরামতের কাজ করা হয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে এই নদী বন্ধের কাজ হয়েছিল বলে তিনি জানান, তবে এবারে যেভাবে ভাঙ্গন নিয়েছে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন তবে খুব শীঘ্রই এই নদী বাঁধ রোধ করা হবে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে, শুক্রবার গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানা এলাকার কুমিরমারী গোমস নদীর ভাঙ্গন ঘাট এলাকায় প্রায় ৬০ ফুট নদী বাঁধ ভেঙে লবণাক্ত জল মন্ডল পাড়া ও গায়েন পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে।জোয়ারের সময় এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা।যদিও ব্লক প্রশাসন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং যুদ্ধকালিন তৎপরতায় নদীবাঁধ মেরামতির কাজে নেমে পড়ে।গ্রামবাসীদের অভিযোগ,সঠিক পদ্ধতিতে নদী বাঁধ সংস্কার কিংবা নতুন কোন বাঁধ নির্মাণ না হওয়ায় ২০০৯ এর আয়লা পরবর্তী সময় থেকে আতঙ্কিত হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁদের আরো অভিযোগ ইতিমধ্যে নদীর লবণাক্ত জল গ্রামে ঢুকে পড়ায় পুকুরের মাছ,চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

বেহাল রাস্তা ও জেটিঘাট আকর্ষণ হারাচ্ছে ঝড়খালি

প্রথম পাতার পর

সেই প্রশ্ন পর্যটকদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে। রাস্তা এবং জেটি প্রসঙ্গে জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশালকে প্রশ্ন করায় তিনি জানালেন, পি ডব্লিউ ডি দপ্তরকে বলা হয়েছে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের জন্য। জেটির ব্যাপারটি দেখছে পর্যটন দপ্তর। কবে রাস্তা এবং জেটি সংস্কার হবে সে ব্যাপারে কোন দিনক্ষন জানাতে পারেননি সভাধিপতি। বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল জানালেন, ৪ কিলোমিটার বেহাল রাস্তা সংস্কার করবে পি ডব্লিউ ডি দপ্তর। ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়ে গেছে। অর্থদপ্তর টাকা রিলিজ করলেই কাজ শুরু হবে। শ্যামল বাবু জানালেন, আশা করা যায় আগামী ডিসেম্বর–জানুয়ারি মাসের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে। বেহাল জেটির সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী ওই জেটি পরিদর্শন করেছেন। তিনি বিষয়টি দেখছেন। আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ি জেটির সংস্কার হবে। বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামাল উদ্দিন লস্কর জানালেন, রাস্তা সংস্কারের কাজটা করবে পি ডব্লু ডি দপ্তর, জেটির সংস্কারের ব্যাপারটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ দেখছে। আশা করা যায় পুজোর আগেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা অবশ্য অন্য বিষয় উত্থাপন করলেন। তিনি বলেন, ওই বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজটি সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর করবে বলে সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কাজ শুরু হওয়ার মুখে পি ডব্লু ডি দপ্তর বলে ওরা ওই কাজটা করবে। কেন কাজ শুরু হচ্ছে না বুঝতে পারছিনা। তবে যেহেতু আপনি বলছেন পর্যটকদের অসুবিধা হচ্ছে তাই বিষয়টি নিয়ে আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। ভাঙা জেটি প্রসঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, আমি আজই ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলব। মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে ঝড়খালির মত পর্যটন কেন্দ্রের এই বেহাল অবস্থা হওয়া দীর্ঘদিন ধরে ঠিক নয়।

ব্লকে ব্লকে মমতার কর্মসূচি হলেও ডাঃ হারবার চুপচাপ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন গোটা রাজ্যে যখন শাসক তৃণমূলের কর্মসূচি পালিত হচ্ছে সেখানে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসীরা চুপচাপ কেন। বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের এক তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতা জানালেন, দিনদিন রাম–বাম একত্রিত হয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের উস্কানি দিয়ে প্রতিদিনই প্রতিবাদ মিছিল করছে। কিন্তু আমাদের উপর থেকে কোন অর্ডার নেই পাল্টা কর্মসূচি করার। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল কেন গত রবিবার তো তৃণমূল থেকেই ঘোষিত কর্মসূচি ছিল ধরনার। তাহলে আপনারা কিছু করলেন না কেন? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই নেতা বললেন সবই তো বোঝেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের পাতা নড়ে একজনের ইসারায়। সেখান থেকে অর্ডার না এলে আমরা কি করব? আমরা কি চাকরি খোয়াবো? প্রতিবেদকের উত্তর ছিল তাহলে কি উপর থেকে বলতে অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশ আসেনি? ওই নেতা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাননি। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের একটি বিধানসভার বিধায়ক যিনি নাম প্রকাশ করতে চাইলেন না তিনি জানালেন, আমাদের অর্ডার কিছুদিনের মধ্যেই এসে যাবে তখন কিছু একটা করা যাবে। তৃণমূলের যে ঘোষিত কর্মসূচি ছিল সেটা কি আপনাদের কর্মসূচির মধ্যে পড়ে না? তারপর ওই বিধায়ক আর কোন মন্তব্য করতে চাননি। প্রসঙ্গত অনেকেই বলছেন, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রই পরিচালিত হয় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে। তিনি এই কেন্দ্রকে একটি মডেল যা ডায়মন্ডহারবার মডেল বলে পরিচিত হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তিনি হয়তো চাইছেন মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ যা চলছে চলুক আমরা এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না বা পাল্টা কর্মসূচি করবো না। এতে করে সাধারণ মানুষের মনে অভিষেকের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে। আবার কিছু নিন্দুক জানাচ্ছেন, এখন মানুষের যা কিছু ক্ষোভ বিক্ষোভ তা সবই মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে। 'দফা এক মমতার পদত্যাগ' এই ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে আকাশ বাতাস। পরবর্তী সময়ে তাহলে কি রাজ্যের মুখ কি অভিষেক ব্যানার্জি? এই প্রশ্ন এখন মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় তাদের দলীয় সোশ্যাল মিডিয়ায় আবার চোখে পড়ছে অভিষেককে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন প্রচার। লেখা হয়েছে অভিষেক ব্যানার্জির ছবি দিয়ে 'সময়ের ডাক সেনাপতি পথ দেখাক'। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই সমস্ত পোস্ট ঘিরে মানুষের মনে কৌতুহলের সঞ্চার হয়েছে।

বাখরাহাটে ধ্বনিত হল আগমনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বাখরাহার্টে দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাঠে সুসজ্জিত মঞ্চে প্রখ্যাত গায়ক শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুরেলা কণ্ঠে ধ্বনিত হল শ্রীশ্রী চণ্ডীর স্রোত ও আগমনী গান। সময়ের আগে শারদীয়ার ছোঁয়ায় হৃদয়ে দোলা লাগল। উপলক্ষ ছিল বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ২০২৩ এর শারদ সম্মাম প্রদান। গত বছর প্রধান বুবাই মাল অঞ্চলের ৩৮ টি পূজা কমিটির মধ্য থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সেরা পূজা বাছাই করে নেওয়া হয়। এদিন শারদ সম্মান প্রদান ও আগমনী স্মারক পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে বিডিও জয়েন্ট বিডিও থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। উৎসব কমিটির আহ্বায়ক ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা শ্রীমতি সৃজীতা দত্ত(কাঁঠাল) প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা করেন। প্রতিটি পুজো কমিটিকেই স্মারক দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

বুড়ুলে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বুড়ুল সমাজ কল্যান সমিতি ও বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে বুড়ুল হাটের কাছে অনুষ্ঠিত হল রক্ত দান উৎসব। প্রায় ১৪০জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। সকাল থেকে শুরু হয় রক্ত দান। অতিথি হিসাবে উপস্থিত দিলেন আপন কুমার নন্দী, লক্ষ্মীকান্ত বেরা, অজয় সামন্ত, প্রণব নস্কর, মানস নস্কর প্রমুখ। লায়ন্স ক্লাবের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান শ্রী কাজল দত্ত, সুপ্রিয় রায়, মনোতোষ মণ্ডল, অশোক দাস, তরুন মণ্ডল ও শিল্পি দাস। এলাকার মানুষজনের স্বতস্ফূর্ত যোগদান ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

মহানগরে

পরিবেশ যোদ্ধা তৈরির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতা পৌর ভবনে ২৫ জন পরিবেশ বিষয়ে উৎসাহী শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করল কলকাতা পৌরসংস্থা। ১৯ জুলাই পরবর্তী ১ মাসে মোট ১০টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস করানো হবে এদের। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৫ জনকে পরিবেশ যোদ্ধা নামক শংসাপত্র দেবে কলকাতা পৌরসংস্থা। এই 'পরিবেশ যোদ্ধা কোর্সে কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে? জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ কী? জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল কী? এই জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কী কী করণীয় সেই বিষয়ে মূলত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশবিদরা। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, নিজেদের 'পরিবেশ যোদ্ধা তৈরি হতে এখানে যাঁরা এসেছেন, আগামীদিনে এই পরিবেশ যোদ্ধারা কলকাতাবাসীকে সুস্থ পরিবেশ উপহার দেবে। পরিবেশ বিষয়ে কলকাতাবাসীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে। কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতাবাসীকে একাধিক পরিষেবা দেয়। কিন্তু কিছু কলকাতাবাসী যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে এসব পরিষেবার কোনও মূল্য থাকবে না। সারা পৃথিবী আজ উষ্ণায়নের কবলে পড়েছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে কী হবে চলতি বছরের গ্রীষ্মে তা পরিষ্কার রূপে বুঝতে পারা গিয়েছে। তাই আগামী প্রজন্মের জন্য এই কলকাতা পৌর এলাকার পরিবেশ রক্ষা করতেই হবে। আর কলকাতাবাসীকে জনসচেতনতা করার কাজটা করবে এই 'পরিবেশ যোদ্ধা'রা। পৌর পরিবেশ উন্নয়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, নগরায়ন হবে কিন্তু নগরায়নবাসীদের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার দিতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা শুধুমাত্র জল–আলো–সড়ক–নিকাশি–জঞ্জাল অপসারণ–নগরপল্লির উন্নয়ন পরিষবার মধ্যে আটকে না থেকে কলকাতার পরিবেশ নিয়েও ভাবনাচিন্তা গত এক দশকের বেশি সময় হল আরম্ভ করে দিয়েছে। পরিবেশবিদদের নিয়ে একাধিক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। জনসচেতনতা যাত্রা করেছি। একবার ব্যবহার যুক্ত পাতলা প্লাস্টিক ও থার্মোকল ব্যবহারে লাগাম টানতে আন্দোলন করা হয়েছে। এখন আরও বেশি মানুষকে সচেতন করতে হবে তবে কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে কলকাতাবাসীকেও পরিবেশ রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে।

রামলাল বাজারের অবস্থা বিপজ্জনক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রাচীন বাজার রামলাল পৌর বাজার। বাজারের বাড়িটির ১০টি পালারের প্রতিটির গোড়া ক্ষয়ে গিয়ে ভেঙে পড়ল বলে। বাজারটি ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডে হলেও ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরবাসীসহ ১০৫,১০৭, ৯১, ৯২ ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও নিত্য বাজার করতে আসে। অথচ বাজারের নিকাশি ব্যবস্থা এই ভরা বর্ষাতেও দীর্ঘ ৬ মাস রুদ্ধ। গত ১২ মার্চ এই বাজারের সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েও তা বন্ধ হয়ে যায়। এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ওই বাজারের পিলার গুলির অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পৌর বিল্ডিং দপ্তর পরিদর্শন করে এসেছে। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরকে এ বাজারের সংস্কারের বিষয়ে ডিপিআর তৈরি করতে বলা হয়েছে। তা তৈরি হলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে শীঘ্রই ওই বাজারটির সংস্কার কাজ আরম্ভ হবে। এরই সঙ্গে মহানাগরিক কলকাতা পৌরসংস্থার সমস্ত পৌরপ্রতিনিধি নির্দেশ দেন যে যাঁর নিজনিজ ওয়ার্ডে পৌর বাজারসহ অন্যান্য যে বাজারগুলি আছে সেগুলি পরিদর্শন করে ভবন, ছাদ, নিকাশি, শৌচালয়, ভিতরের হাঁটাচলার পথগুলির অবস্থা বিপজ্জনক থাকলে তা জানিয়ে পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তরে চিঠি জমা করুন ছবিসহ। তাহলে বিল্ডিং দপ্তর পরিদর্শনে যদি বিপজ্জনক কিছু দেখে, তাহলে ওই বাজারের মালিককে দিয়ে তার সংস্কার করানো হবে। ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের যদু বাবু বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। ওই বাজারের ৩৭ জন মালিককে এক জায়গায় আনা যাচ্ছে না। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি এবিষয়ে ব্যবস্থা নিক। পার্কসার্কাস পৌর মার্কেটের অবস্থাও খুবই খারাপ। সেটার রি–কনস্ট্রাকশনের ব্যবস্থা করা হবে।

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে সাংবাদিকরা। শুক্রবার। ছবি : অরুণ লোধ

কলকাতায় বৈধ হকার ৫৫,৬০০ জন

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকার হকার সমস্যার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছেন। তাহলে বর্তমান টাউন ভেন্ডিং কমিটির কোনও অস্তিত্ব কী থাকবে? যদি থাকে তাহলে এই দুটো কমিটি একই বিষয় কিভাবে কাজ করবে? এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা হকার্স পুনর্বাসন স্কিমস্ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, ২০১৪ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবর্তিত আইন 'দি স্টেট ভেন্ডারস্ প্রোটেকশন অফ লাইফ হুড অ্যান্ড রেগুলেশন অফ স্ট্রিট ভেন্ডার অ্যাক্ট, ২০২৪ এই আইনকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি নিয়মাবলি 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান স্ট্রিট ভেন্ডারস প্রোটেকশন অফ লাইভ রুট অ্যান্ড রেগুলেশন অফ স্ট্রিট ভেন্ডিং রুলস, ২০১৮ দ্বারা 'টাউন ভেন্ডিং কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এই কমিটির অস্তিত্বের কোনও সংকট নেই। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৈরি হাইপাওয়ার কমিটি এবং টাউন ভেন্ডিং কমিটি দুটো কমিটি পাশাপাশি একে অপরের পরিপূরক হয়ে হকার এবং পথচারীদের উভয়ের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে, দেশ তথা রাজ্যের হকার নীতি অনুসরণ করে সমগ্র কলকাতায় কাজ করবে।

কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কলকাতায় হকার সমীক্ষার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। রিপোর্ট নবান্নে জমাও পড়েছে। এই সমীক্ষা অনুযায়ী, সারা কলকাতায় মোট হকার রয়েছে ৫৫,৬০০ জন। এদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের নাম অ্যাপে লোড হয়ে গিয়েছে। এখন আর একজন হকার কলকাতার চারটি জায়গায় ডালা রাখলাম, তা হবে না। যে দাঁড়িয়ে থাকবে সেই হকার। যারা হকার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তাদের আধার কার্ডের নাম ও নম্বর লোড হয়েছে।

সম্পত্তি বেদখল হলে একমাত্র আশ্রয় আইন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার এমন বহু বেসরকারি বাড়ি চলে গেছে বেআইনি দখলদারদের দখলে। দখলদাররা বাড়িটি রাতের অন্ধকারে ধীরে ধীরে ভেঙে দিচ্ছে। সুরাহা হচ্ছে না এসব সম্পত্তির।

এ প্রসঙ্গে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পৌরনিগম আইনানুযায়ী (১৯৮০) কোনও প্রাইভেট সম্পত্তি থেকে দখলমুক্ত করার অধিকার কলকাতা পৌরসংস্থার নেই। কোনও প্রাইভেট প্রপার্টিকে দুভাবে বাঁচানো যেতে পারে। যদি তার কোনও মালিকানা না থেকে থাকে, তাহলে রাজ্য সরকারের ভূমি দফতরে খবর দিতে হবে। ভূমিদপ্তর সেটাকে অধিগ্রহণ করবে। আরেকটা হতে পারে যদি কোনও মালিকানা থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে তারা আদালতে যাবে। আর তাদের পক্ষে আদালতের খরচা পাতি না চালাতে পারলে,'লিগাল এড' চালাবে। আর এই 'লিগাল এড' দিয়েই সে তাঁর অধিকার প্রমাণ করে। সে আদালতের মাধ্যমে অধিকার নিতে পারে। যদি বেদখল থাকে তাহলে অনেকসময় ন্যায় সংহিতার সেকশন অনুসারে দখলদারী সরানোর একটা ধারা আছে। সেই ধারা অনুযায়ী পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে। তবে এখন আবার পরিবর্তন হয়েছে। একমাত্র আদালতের নির্দেশানুযায়ী হবে। পুলিশ দেখে নেবে আদালতের নির্দেশ মানা হল কী না।

বার্তা

ধ্বংস : কংক্রিটের ভিড়ে, প্রায় অবলুপ্তির পথে সবুজায়ন, বারুইপুর কাছে বাইপাসের দুই পাশে। ছবি : অভিজিৎ কর

জলমগ্ন : ভাদ্রের কোটালে কালীঘাট গঙ্গা জলের কবলে। ছবি : সুমন সরদার

সোচ্চার : বজবজে পথে নেমেছেন ডাক্তাররা। ছবি : অরুণ লোধ

খেয়াল'রাখি'

বাসন্তীতে সৌভ্রাতৃত্বের রাখি বন্ধন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ১৯ আগষ্ট সাড়ম্বরে পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব। এদিন ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ নং বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়। প্রথম বর্ষের এই অনুষ্ঠানের আয়োজক সুন্দরবন বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। উৎসবের সূচনা করেন হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের ৩ জন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সমাজসেবী রইচ আলী মোল্লা, দেবাশিষ বৈরাগী, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান আপতার মোল্লা, নিরঞ্জন মাঝি, শান্তিরঞ্জন মণ্ডল, স্বপন নস্কর, ডাঃ বাসুদেব মাঝি, সঞ্জয় মাঝি, গ্রাম

পঞ্চায়েত সদস্যা প্রিয়াঙ্কা মাঝি, কালিপদ সরদার সহ একাধিক বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে 'বাংলার বায়ু, বাংলার জল, বাংলার মাটি, বাংলার ফল...' গানটি উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে পরিবেশন করেন স্কুল ছাত্রী সোনালী সরদার। তবলায় সঙ্গত করেন চুনাখালী গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী বিনোদ হালদার। এদিন পথচলতি প্রতিটি যানবাহনের সাধারণ যাত্রী ও গাড়ি চালকদের হাতে রাখি বেঁধে ও মিষ্টি মুখ করে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় ট্রাস্টের পক্ষ থেকে। ট্রাস্টের সম্পাদক সুরঞ্জন সরদার ও সভাপতি বলেন, 'ভাইবোনের সম্পর্কের পবিত্র বন্ধনকে যাতে কোনও অশুভ শক্তি কাটতে না পারে। আসুন সুরক্ষা, ভালোবাসা, স্নেহ ও শ্রদ্ধার এই বন্ধনে একে অপরকে আগলে রাখার অঙ্গীকারে আবদ্ধ ওই।' অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক হিসাবে ছিলেন শুভঙ্কর সরদার।

রাখির বদলে কালো ফিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটালে মহিলা চিকিৎসককে নির্মমভাবে ধর্ষণ ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্য তথা দেশ ও বিদেশে যে প্রতিবাদের ঝড় আছড়ে পড়েছে তাঁর প্রভাব পড়েছে জয়নগরেও। আগামী ৬দিনে জয়নগরের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট বড়ো নানা প্রতিবাদ মিছিল, পথসভা, জমায়েত ইত্যাদি দেখতে পাওয়া গেছে। ১৪ আগস্ট রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতোই জয়নগরের ২ টি মোড়ে মেয়েদের রাত দখল কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন জয়নগর থানার মোড় এবং মজিলপুর জে. এম. ট্রেনিং স্কুলের মোড়ে, ২ টি জায়গাতেই প্রচুর সংখ্যক মেয়েরা জমায়েত হয়।

অনুষ্ঠানে সংহতি জানাতে তবে ছেলেদের উপস্থিতিও ছিল। জয়নগর থানার মোড়ে প্রতিবাদী গান, কবিতা, বক্তব্য রাখেন অনেকেই। এবং মজিলপুর জে. এম. টেনিং স্কুলের মোড়ের মোমবাতি মিছিল মজিলপুরের অনেকটা পথ পরিক্রমা করে। ১৫আগস্ট বিকেলে জয়নগর মজিলপুরের রাস্তায় নামেন জয়নগরের সংবেদনশীল অধিবাসীরা। শ্লোগান মুখরিত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সব বয়সের নাগরিকরা। ওইদিন সন্ধ্যায় বহড়ু ক্ষেত্র অঞ্চলের কামারপাড়ায় একটি বড় মিছিল করেন স্থানীয় মহিলারা। পথনাটিকার মাধ্যমে তাঁরা তুলে ধরেন সামগ্রিক পরিস্থিতির ভয়াবহতা।

১৭ আগস্ট দুপুরে বহড়ুতে ও সন্ধ্যায় দক্ষিণ বারাশতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ২টি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। দুটি মিছিলেই স্কুলপড়ুয়াদের একটি বড় অংশের জমায়েত ও শ্লোগানিং করতে দেখা যায়। ১৮ আগস্ট জয়নগরের রাস্তায় নামেন ক্রীড়া প্রেমীরা। তাঁদের মিছিলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের

উপস্থিতি ছিল বেশি। তাঁরা সমবেত কণ্ঠে বিচারের দাবিতে শ্লোগান তোলেন। ১৯ আগস্ট সোমবার সকালে জয়নগরে অভ্যুদয় ও উত্তরণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী রাখীবন্ধনের কর্মসূচি নারীদের নিরাপত্তার পক্ষে আওয়াজ তোলেন।

এদিন সন্ধ্যায় 'হে নূতন' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যরা নারী সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবারের রাখি বন্ধনে রাখির বদলে পথচারীদের পরিয়ে দেয় প্রতিবাদের কালো ফিতে। তাঁদের বক্তব্য, এবারের রাখি তোলা থাক। মেয়েরা আগে সুরক্ষা পাক। এভাবেই বৃহত্তর জয়নগরে বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিতার ন্যায়বিচারের দাবিতে ক্ষোভপ্রকাশ করে আমছাত্র জনতা। এরই পাশাপাশি কয়েকদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ও জয়নগরের পথে নেমে এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। আগামীতেও আরও বিভিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলন করা হবে বলে জানা গেল বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে।

ডোমজুড়ে রাখি বন্ধন উৎসব

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া: পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আয়োজন করা হয় রাখি বন্ধন উৎসব। হাওড়া ডোমজুড় থানার সামনে পথচলতি সকল মানুষের হাতে রাখি বন্ধন করে মিষ্টি খাওয়ানো হয়। এবং প্রত্যেক মানুষের হাতে বিনামূল্যে চারা গাছ তুলে দিয়ে সকলকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই রাখি বন্ধন উৎসব ও এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সকলের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

রাখি উৎসবে বয়েজ স্কাউট অফ বেঙ্গল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাখি বন্ধন উপলক্ষ্যে গত ১৯ আগস্ট, সোমবার বজবজ শহরতলি সংলগ্ন এলাকায় একটি ভ্রাম্যমাণ রাখিবন্ধন কর্মসূচি পালন করে বয়েজ স্কাউট অফ বেঙ্গল। মূলত সর্বধর্ম সমন্বয়ে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের রক্ষার বার্তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের হাতে তৈরি রাখি বিভিন্ন মানুষের হাতে বেঁধে দেয়। অংশগ্রহণ করে বজবজ পি. কে. বয়েজ হাইস্কুল ও রাজারামপুর বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের স্কাউট গ্রুপের ছাত্রছাত্রীরা। বজবজ চিত্রিগঞ্জের কালীমন্দির, পোকপাড়ী মসজিদ, পোকপাড়ী সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ, বজবজ গুরুদ্বার ইত্যাদি ধর্মস্থান সহ বজবজ তদন্ত কেন্দ্র, বজবজ

পৌর হাসপাতাল ও মাতৃসদন, বজবজ রেল স্টেশন, ফায়ার স্টেশন, বজবজ ফেরীঘাট, আরতি হসপিটাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সহ প্যায়েস্টার মোড়ে পথচলতি মানুষের হাতে ছাত্রছাত্রীরা রাখি বাঁধে, সঙ্গে লজেন্স ও চারাগাছ বিতরণ করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অমরনাথ ভট্টাচার্য ও সমাজসেবী বেনজির মানব। বয়েজ স্কাউটের সদস্য শিক্ষিকা রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী বলেন, 'এই রাখি বন্ধন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সমাজসেবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জানিয়ে, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও সহিষ্ণুতা জাগিয়ে তোলাই হল মূল লক্ষ্য। রাখিবন্ধন কর্মসূচির আহ্বায়ক ও স্কাউট নির্দেশক সুরজিত সরদার বলেন, আগামী দিনে বৃহত্তরভাবে এই কর্মসূচি পালন করা হবে ও বেশি সংখ্যায় প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা হবে। তিনি রাখি পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাখি বন্ধনে শামিল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা প্রতিবছর রাখি বন্ধন পালন করে, কিন্তু এবছর রাখি বন্ধন মঞ্চে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। আর.জি.কর হাসপাতালের নক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবারে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার রাখি বন্ধন পালিত হল। উৎসব নয়, রাখি পরিয়ে আপামর মানুষের কাছে একটাই বার্তা 'উই ওয়ান্ট জাসস্টিস'। রাখি বন্ধনের মধ্য দিয়ে এদিনের প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন নীরেশ ভৌমিক, ইন্দ্রজিৎ নট্ট, বনানী বিশ্বাস, পলাশ মণ্ডল, আল্পনা দাস, মিহিরলাল চক্রবর্তী, অলোকানন্দ বসু, বাসুদেব মুখোপাধ্যায় সহ অগণিত সাধারণ মানুষ। সকলের মুখে একটিই বাক্য নির্মমভাবে হত্যা করা মেয়েটির অবিলম্বে সুবিচার চাই, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। এদিনের প্রতিবাদী অনুষ্ঠানে প্রতিবাদী ভাষণ, প্রতিবাদী সঙ্গীত এবং প্রতিবাদী গানের সঙ্গে নৃত্যের আয়োজন করা হয়েছিল। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার শিল্পীরাও প্রতিবাদী গানের মধ্য দিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। নৃত্যের পরে

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ঋতুপর্ণা মুখার্জি স্লোগান তোলে দোষীদের শাস্তি চাই, 'উই ওয়ান্ট জাসস্টিস'।

সাঙ্গলিকী

বেহালা আনুদর্শীর নাটক ‘গন্ধরাজ’

কাহিনী–ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
নাট্যরূপ: নটরাজ দাশ,
নির্দেশনায়–সুমনা চক্রবর্তী
(একটি সময়োপযোগী উপস্থাপনা)

বাবুলকৃষ্ণ দে

সম্প্রতি ৮ আগষ্ট ২০২৪ বেহালা অনুদর্শীর নতুন নাটক ‘গন্ধরাজ’ মঞ্চায়িত হল তপন থিয়েটারে। নাটকের গল্প সূত্র ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার নটরাজ দাস এবং নির্দেশনা ও অভিনয়ে সুমনা চক্রবর্তী। বেহালা অনুদর্শীর প্রাণ প্রতিমা সুমনার সৃষ্টি চেতনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনেক আগেই ঘটেছে তার বিভিন্ন প্রযোজনায়।

এই সৃজনশীল চেতনা আন্দোলিত হয় কখন ও মননে গানে কবিতায় কিংবা একটা বাঁধনহীন সঙ্গীতের মাতাল মূর্চ্ছনায় আমাদের চারপাশকে মুহূর্তে একবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারপর যখন আসে সেই কালবেলা, তখন কল্পনার কোমলস্তর পেরিয়ে যখন সে রূঢ়তম বাস্তবের মুখোমুখী হয়; বিপন্নতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাওয়া এক হাড়হিম করা উচাটন দোলাচলের আবর্তে পাক খেতে খেতে এক অনন্য জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে ওঠে এরপর কী? এই মৃত্যু উপত্যকা কী আমার দেশ? নাটকটির কাহিনীটি যেন আমাদের বড়ই চেনা। সামাজিক অবক্ষয় কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা ভাবলে আতঙ্কিত হতে হয়। প্রশ্ন জাগে এর শেষ কোথায়? ঘুষ–দুর্নীতি ক্ষমতার অপব্যবহার আজ এক প্রতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে গিয়েছে সমাজের সর্বস্তরে। সব যেন এক সিস্টেমের জাঁতাকলে বন্দি হয়ে আছে। কাটমানী থেকে শুরু করে চাকরি বিক্রি আজ তো এক চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতা চলে যাচ্ছে অযোগ্যদের হাতে, যোগ্যরা পথে পথে মাথা খুঁড়ে মরছে। এর থেকে মুক্তি কোথায়? মুক্তি আছে কী? জবাব নেই কারও কাছে। তার সন্ধান পেতে গেলে এই নাটকটি একবার দেখতে হবেই।

নাটকটি ত্রুটিহীন একথা হয়তো বলা যাবে না, তথাপি বলতে কোনও দ্বিধা নেই নাটকটির সামাজিক বার্তা উপেক্ষণীয় নয়। নাট্যকারের নির্মিত ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়ে উপরের মুখবন্ধটি প্রকাশ করলাম। আমি সুমনার অনেক ভালো কাজের সাক্ষী আছি। নাটকটির সংলাপ বেশ মোটাদাগের শিল্পীদের অভিনয়ও বেশ চড়া মাত্রার। নাটকের ফোকাস চরিত্র অর্জুন (ধ্রুব মুখার্জী) এর কর্পোরেট লুকটা সেভাবে আসেনি, ওর উইকটাও যুতসই লাগেনি। মঞ্চসজ্জারও একটু রদবদল দরকার। তার মধ্যে থেকে সুমনা সূত্রধর এবং রঞ্জনা দুটি ভূমিকাই সামলে দিয়েছে। রুমেলা চরিত্রে শর্মিলা চ্যাটার্জী ভালভাবেই কাজ চালিয়ে দিতে পেরেছেন। স্বপন চরিত্রে সপ্তর্ষী ভৌমিক দর্শকের রিলিফের কাজটা বেশ ভালভাবেই উৎরে দিয়েছে। আর যারা অভিনয়ে ছিলেন তাঁরা হলেন ধ্রুব মুখার্জী, বিশ্বরূপ পুরকায়স্থ, রাজু দাস, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা ভট্টাচার্য, অবন্তিকা সেনগুপ্ত, সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শর্মিলা চ্যাটার্জী। এছাড়াও আলোকসজ্জাতে বাবুল সরকার, আবহ অনির্বান দত্ত, মঞ্চ ভাবনা ও রূপসজ্জা সুশান্ত চক্রবর্তী, মঞ্চনির্মাণ অজিত রায় এবং আবহ প্রক্ষেপণ–রবীন দাস। সবশেষে সুমনাকে ট্রাডিশনাল বাঙালি মায়ের চরিত্রে বেশ ভালোই লাগলো। তবে তার কন্যা চরিত্রে শিল্পীর কণ্ঠে একটু বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ থাকলে ভালো হত, কারণ কর্পোরেট দুনিয়ার বাবার সন্তান ইংরাজী মাধ্যমে পড়াশোনা করে থাকে। তবে আল্লাদি ও আদুরে মেয়ের চরিত্রটি ধরতে পেরেছে। অর্জুন চরিত্রে ধ্রুব মুখার্জী এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাকেই কেন্দ্র করে নাটকটি এগিয়েছে।

নাটকটি সমাজ দর্পন। ফলে সমাজে যা ঘটছে বা ঘটতে পারে বা ঘটে গেছে তাই তো সৃজনশীল নাট্যকর্মীরা মঞ্চে দর্শকের দরবারে হাজির করবেন, এটাই কাম্য। কিন্তু বর্তমান বুদ্ধিজীবী মহল থেকে শুরু করে নাট্যদল গুলি সমালোচনার ভয়ে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় সোচ্চার হন না, অনেকটা চোখ বুজে থাকেন। কী ছোট সরকার কী বড় সরকার কারও বিষ নজরে পড়তে চায় না। এটা তাদের অক্ষমতা বা চিন্তাশীলতার দৈন্যতা। কিন্তু সুমনা কোনওরকম ভয়–ভীতিকে উপেক্ষা করে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়কে কেন্দ্র করেই সৎসাহসের সঙ্গেই নাটকে প্রতিফলিত করে দেখালো। এটাই একজন শিল্পীর কমিটমেন্ট। এবং এইজন্যই সুমনার একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য। নাটকের শেষ দৃশ্যটি বড়ই বার্তাবহ। ওই দৃশ্যটিকে আরও নান্দনিক করার অবকাশ আছে। নাটকটি কিছুটা প্রতীকিধর্মী। আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম। এই নাটকে সুমনার টোটাল টিম ওয়ার্কটা বেশ মজবুত হয়েছে বলে মনে হল। তবে জানিনা প্রশাসনের রক্তচক্ষু এড়িয়ে কতদিন সুমনা এই নাটকটি প্রদর্শন করতে পারবে।

নেহেরুর চিঠি লাইব্রেরীতে

অসীমকুমার মিত্র : সাধারণ মানুষের কাছে এও এক পরম প্রাপ্তি। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর চিঠি হাওড়ার আমতার রসপুর পিপিলস্ লাইব্রেরির ‘সম্পদ’। এলাকাবাসীদের গর্ব। প্রতিবছর নেহেরুর জন্মদিনে এবং স্বাধীনতা দিবসে সেই চিঠি সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য বের করে রাখা হয় গ্রন্থাগারের সামনের উন্মুক্ত প্রান্তরে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য ১৯৩৪–১৯৩৫ সালে নেহেরুকে বন্দি থাকতে হয়েছিল কারাগারে। বন্দি অবস্থাতেই তিনি লিখেছিলেন ‘অ্যান অটোবায়োগ্রাফি’। বাংলা সহ ৩০ টি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয় সেই বই। ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা হয় হাওড়া গ্রামীণ এলাকার সবচাইতে প্রাচীন রসপুর পিপিলস্ লাইব্রেরি। ১৯৪২ সালের ১২ জুন গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির সম্পাদক মন্মথ খাঁ ইলাহাবাদের আনন্দভবনে সরসারি নেহেরুর কাছে ওই বইয়ের একটি কপির আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখেন। নেহেরু ওই বছরের ২৩ জুন চিঠি লিখে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে জানান, বইয়ের কোনও কপি তাঁর কাছে নেই। তিনি ১০ টাকা মানি–অর্ডার করে পাঠাচ্ছেন। সেই টাকায় যেন গ্রন্থাগারের তরফ থেকে তাঁর এই বইটি অথবা তাঁর যেকোনও একটি বই কিনে নেওয়া হয়। চিঠির নীচে নেহেরুর নিজের করা সই আছে।

নবাঙ্কুর সংঘ ও পাঠাগারে খুঁটিপুজো

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : ১২ মহা সাড়ম্বরে আগষ্ট নবাঙ্কুর সংঘ ও পাঠাগারের ৫০ তম পুজোর খুঁটি পুজো অনুষ্ঠিত হল পূজো প্রাঙ্গণে। ওই এলাকার প্রচুর মানুষ এ দিন খুঁটি পুজো দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন। ক্লাব কর্তারা জানান ৫০তম এই দুর্গাপুজো উপলক্ষে গরীবদের বস্ত্র বিতরণও করা হল। উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা ১ নম্বর বরো চেয়ারম্যান গার্গী চ্যাটার্জী, ও ক্লাব সভাপতি প্রাক্তন মেয়র পরিষদ মুকুল সেনগুপ্ত।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ৩০ বছরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙায় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ৩০ বছর পদার্পণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হল এক ধ্রুপদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক অংশুমান ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন ইতিহাস গবেষক পবিত্র কুমার। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাঙ্গলিক সানাইয়ে মানুষের মন জয় করে নেন সানাই বাদক সুমন গোলদার। এরপর প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রকাশিত হয়, গোবরডাঙা নাটকের প্রায় ২০০ বছরের ইতিহাস,‘গোবরডাঙা নাটক ও যাত্রভিনয়ের ক্রমধারা’। বইটির লেখক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়। বইটি প্রকাশ করেন অংশুমান ভৌমিক, পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পরিচালক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। এদিনের কানায় কানায় পূর্ণ এই প্রেক্ষাগৃহে সানাইয়ের পর ভজন পরিবেশন করেন উর্মি চক্রবর্তী, সঙ্গত দেন দেবতোষ নট্ট। খেয়াল সঙ্গীত পরিবেশন করেন অঙ্কন মজুমদার। ভারতনাট্যম নৃত্য পরিবেশনে ছিলেন তন্ময় মণ্ডল এবং সবশেষে ঠুমরি সঙ্গীত ও নজরুল গীতি পরিবেশন করেন শিল্পী সেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণে নাট্য সংস্থার কর্ণধার বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সারা বছরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দেন। এদিন রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার তিরিশ বছরের পদাপর্ণের অনুষ্ঠানে মানুষের ঢল গোবরডাঙাবাসীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মনস্কতার সাক্ষ্য বহন কে

নাট্য মঞ্চের শিল্পীদের স্বাস্থ্য শিবির

সোমনাথ পাল : ব্যাকস্টেজ আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং ডিএনসি হেল্‌থ হাবের যৌথ প্রচেষ্টায় সম্প্রতি সোদপুরের সুখচর পঞ্চম রেপার্টরি থিয়েটারের সভাগৃহে আয়োজিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসায় থিয়েটার এবং হোমিওপ্যাথির পরিপূরক ভূমিকা। উপস্থিত ছিলেন নাট্য জগতের বিভিন্ন শিল্পীরা এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার সৌমাল্য চট্টোপাধ্যায়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় ৭০ জন নাট্যকর্মী এবং সাধারণ মানুষ তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। আলোচনা সভায় ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় বলেন, দিন যত এগোচ্ছে আমরা যত আধুনিক হচ্ছি আমাদের চাহিদা তত বাড়ছে আর ধৈর্য্য ততই কমছে। আমাদের শরীরের এবং মনের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দিচ্ছে। আমরা খুব সহজেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যেমন খুব কার্যকরী ঠিক তেমনি থিয়েটার, গানবাজনা এই সমস্ত ক্রিয়েটিভ পারফর্মিং আর্ট ভেঙে যাওয়া মনকে খুব সহজেই জোড়া লাগাতে পারে। তাই আমার মনে হয় যে আগামীদিনে মানসিক অবসাদের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি এবং গ্রুপ থিয়েটার একসঙ্গে অনেক সম্ভাবনাময় কাজ করে দেখাতে পারব।

বাঁশদ্রোনী পার্কের খুঁটিপুজো

মলয় সুর : গত ১১ আগষ্ট বাঁশদ্রোনী পার্ক অ্যাসোসিয়েশনের (১১২ নম্বর ওয়ার্ডের) দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে খুঁটিপুজো অনুষ্ঠিত হল। এবছর তারা ৬৭ তম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রতিবছরের মতো এবছরও সাবেকিয়ানায় পুজোর আয়োজন থাকবে। পুজো কমিটির সেক্রেটারি রাজীব সরকার বলেন, এই বারোয়ারিতে সাবেকি পুজোর আয়োজন হয়। এলাকার শিশু থেকে আবালবৃদ্ধ বর্ণিতার কথা চিন্তা করে পুজোর দিনগুলিতে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে। নবমীতে বিশেষ আর্কষণ পুরুলিয়ার ছৌনাচ। এদিন খুঁটিপুজোর উদ্বোধন করেন স্থানীয় পৌরপিতা গোপাল রায়, ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার দিলীপ পাল এবং বিশেষ ব্যক্তিগণ।

ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: সওগাত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৭ তম আত্মবলিদান দিবস উদযাপিত হল ১১ আগষ্ট রামপুরহাট অমিয় স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং রক্তদান শিবির ও দরিদ্র ছাত্রদের প্রয়োজনে বই প্রদানের আয়োজন করা হয়। রামপুরহাট ও সংলগ্ন এলাকার শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষে সংস্কৃতি দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজ বজ : গত ১৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় উদযাপিত হল রাখি বন্ধন উৎসব ও সংস্কৃতি দিবস। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন রঞ্জিতা সরদার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি, সহকারি সভাপতি রুনা দাস সাঁতরা, জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, ব্লক যুব আধিকারিক সন্দীপন ভট্টাচার্য ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে অতিথিরা পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। স্বদেশ ব্যান্ড দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীতে অংশ নেন মহুয়া, ব্রততী, তনুশ্রী, সৃজিতা, রঞ্জিতা এবং রুনা দাস সাঁতরা। ঐকতান কালচারাল একাডেমীর নৃত্যশিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। এরপর রাখি বন্ধন উৎসব এবং মিষ্টিমুখ করা হয়। এরপর মূল রাস্তায় বিডিও অফিসের সামনে পথ চলতি মানুষদেরও রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। সামগ্রিকভাবে রাখিবন্ধন উৎসব এবং সংস্কৃতি দিবস উদযাপন সফলভাবে পালিত হয়।

বৃষ্টিতেও রাখিবন্ধনে মাতল ক্যানিং শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত সোমবার ১৯ আগস্ট সকালে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রাচীন ঐতিহাসিক রাখীবন্ধন উৎসবে মেতে উঠল গোটা ক্যানিং শহর।

এদিন সকালে ক্যানিং শহর,সাতমুখী, হেড়োভাঙ্গা বাজার, হাসপাতাল মোড় সহ ক্যানিং ষ্টেশন এলাকায় সাধারণ মানুষজন থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বরা ‘রাখীবন্ধন’ উৎসবে মেতে উঠে একে অপরের এবং পথচলিত সাধারণ মানুষজনদেরকে রাখি পরিয়ে দিনটি পালন করলেন।

এদিন সকালে ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে পথচলিত সাধারণ মানুষজনদের হাতে সৌভ্রাতৃত্বের রাখি পরিয়ে দিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাম কুমার মণ্ডল,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস, দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যুত রায় সহ বিশিষ্টরা। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস বলেন, ‘সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে আমাদের এই রাখীবন্ধন উৎসব।’

অন্যদিকে, ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙ্গা বাজার এলাকায় গোপালপুর পঞ্চায়েত প্রধান আকচার মন্ডল শতাধিক পথচলিত মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেন। অন্যদিকে, ক্যানিং হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন থামিয়ে সাধারণ যাত্রী ও চালকদের হাতে রাখী পরিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেন ক্যানিং থানার পুলিশ অফিসার তমাল দত্ত।

আবার রেল হকারদের উদ্যোগেও রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়।

জনৈক হকার অনিক কর্মকার জানিয়েছেন, ‘সারা বছর পেটের তাগিদে ট্রেনের মধ্যে আমরা হকারি করে থাকি। আমরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সেই সব নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও খুবই কম হয়। ঐতিহাসিক রাখিবন্ধন উৎসবে আমরা সেইসব পরিচিত এবং অপরিচিত বিভিন্ন যাত্রীদের হাতে আনন্দে রাখি পরিয়ে সম্প্রীতি বজায় রেখে উৎসবটি পালন করে থাকি।’

সাউথ বিষ্ণুপুরে রাখিবন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দিরবাজার : সোমবার রাখি বন্ধনের মধ্যে দিয়ে মানব বন্ধনের কাজ করল বিধায়ক। এদিন মন্দিরবাজার পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সাউথ বিষ্ণপুর পঞ্চায়েতের সহায়তায় সাউথ বিষ্ণুপুর শ্মশান মোড়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয় নাচ ও গানের মধ্যে দিয়ে।এদিন পথ চলতি মানুষদের হাতে,গাড়ি চালকদের হাতে, পুলিশ কর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার।

এছাড়া এই দিনের অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, সাউথ বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনোয়ার সাদাক মোল্লা, জেলা পরিষদ সদস্য রেখা গাজী,মন্দিরবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সমীর হালদার, মনিরুল ফকির সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সদস্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।এদিন মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রথম রাখি বন্ধন উৎসব শুরু করেন। সব ধর্মের মানুষকে এই রাখি বন্ধনের মাধ্যমে একত্রিত করেন তিনি। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতি বছর ঘটা করে সারারাজ্যে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন হল এই রাখি বন্ধন উৎসব। আমরা রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলবন্ধন করি। সংসদ বাপি হালদার বলেন, রাখি বন্ধন হল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মেল বন্ধন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানের ওপর নৃত্য পরিবেশন করেন ছাত্র ছাত্রীরা।বহু মানুষ এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিধায়কদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: সোমবার জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে দক্ষিণ বারাশত অটো স্ট্যান্ডে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মণ্ডল, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস সহকারি সভাপতি সুহানা আলী পারভীন,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলি,শান্তনু মালিক সহ একাধিক পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যরা। এদিন পথ চলতি মানুষ,গাড়ি চালকদের হাতে রাখি পড়িয়ে রাখি বন্ধন উৎসবের সূচনা করেন বিধায়ক সহ অন্যান্যরা। আবার জয়নগর দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নিমপীঠ মোড়ে। উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জেলা পরিষদ সদস্য উর্মিলা রায়,জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল সরকারি সভাপতি আনম আলি খান পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, কর্ণকান্তি হালদার, ওয়াহিদ মোল্লা,সুব্রত মণ্ডল, সমাজসেবী গোপাল নস্কর সহ একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য সহ অন্যান্যরা। পুলিশ, গাড়ি চালক সহ পথ চলতি মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে পালন করা হয় রাখি উৎসব।

মুন্সিরহাটে পালন করা হয় রাখিবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মুন্সিরহাট শিমুলতলায় আনন্দ মঠের পক্ষ থেকে মুন্সিরহাট হাওড়া–আমতা রোডে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। আনন্দমঠের স্বামী আনন্দ ভারতী মহারাজের তত্বাবধানে ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাখি বন্ধন উৎসব চলে আসছে।

এখানে দীর্ঘদিন ধরে ক্যারাটে, যোগা, পি টি প্যারেড, বিনামূল্যে আজাদ হিন্দ সেচ্ছাসেবক পরিষদের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এদিন রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে সকল ধর্ম নির্বিশেষে এই উৎসবে শামিল হয়। প্রায় ২০০ জন ছোট ছোট বাচ্চারা ছাড়াও পথ চলতি বহু মানুষের হাতে রাখি বন্ধন করে মিষ্টি খাওয়ানো হয়।

নতুন রেকর্ড গড়ে তুলুন প্যারালিম্পিয়ানদের কাছে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : অলিম্পিক শেষ হলেও প্যারিসে ক্রীড়া উৎসব কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। এ মাসের ২৮ তারিখ থেকে অলিম্পিক্সের ভেন্যু প্যারিসেই শুরু হবে প্যারালিম্পিকের আসর। আর সে প্রসঙ্গেই ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিটদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য, এবার সর্ববৃহৎ দল নিয়ে প্যারালিম্পিকে অংশ নিচ্ছে ভারত। জানা গিয়েছে, ভারত থেকে মোট ৮৪ জনের দল প্যারালিম্পিকে অংশ নিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী অ্যাথলিটদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় বলেন, 'আপনাদের এই প্যারালিম্পিকের যাত্রা দেশের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এটি আপনাদের কেরিয়ারের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের জয় মানেই দেশের জয়, দেশের গৌরব। ১৪০ কোটি ভারতীয় আপনাদেরকে তাঁদের আশীর্বাদ পাঠাচ্ছেন। বিজয় ভব (আপনারা বিজয়ী হোন)।'

একইসঙ্গে এই কথোপকথনে মোদী বলেন, 'ভারতীয় দল ফ্রান্সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আপনারা সকলেই ভারতের পতাকাবাহী হিসাবে প্যারিসে যাচ্ছেন। এর আগে আপনারা যেমন এশিয়ান প্যারালিম্পিক এবং টোকিও প্যারালিম্পকে সাফল্য পেয়েছিলেন, সেভাবেই আমি চাই আপনারা সবাই এবার প্যারিসে নতুন রেকর্ড তৈরি করুন।'এই প্রথমবার প্যারিসে প্যারালিম্পকের আসর বসতে চলেছে। ২২টি খেলায় ৫৪৯টি ইভেন্টে এবার মোট ৪৪০০ জন প্যারা অ্যাথলিট প্যারালিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে চলেছেন। ১১ দিন ধরে চলবে এই মেগা ইভেন্ট। প্রসঙ্গত, এবারের প্যারিস অলিম্পিক্সে প্রত্যাশা অনুসারে পদক জিততে পারেনি ভারত। তাই স্বাভাবিকভাবেই এবার প্রত্যাশা প্যারালিম্পিককে ঘিরে। আসন্ন প্যারিস প্যারালিম্পিক্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের হয়ে পতাকা বাহক হিসেবে দেখা যাবে সুমিত আন্তিল ও ভাগ্যশ্রী যাদবকে। ভার্চুয়াল কথোপকথনে হাই জাম্পার মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলু, জ্যাভলিন থ্রোয়ার সুমিত আন্তিল, তায়কোয়ান্দো অ্যাথলিট অরুণা তানওয়ার, শ্যুটার রুদ্রাংশ খান্ডেলওয়াল, টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ভাবিনা প্যাটেল, শাটলার তরুণ ধিলোন সহ আরও কয়েকজন প্যারা-অ্যাথলিটদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশ থেকে সরলো মহিলাদের টি ২০ বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আশঙ্কা ছিলই। অবশেষে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হল মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ। আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্বকাপ খেলা হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ীই খেলা হবে বিশ্বকাপ। দুবাই এবং শারজা- দুটি মাঠে বিশ্বকাপের সব ম্যাচ আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছে আইসিসি।

চলতি মাসের শুরু থেকেই অশান্ত বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। যদিও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সত্ত্বেও নিজেদের দেশেই মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চেয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সেই মর্মে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং বিশ্বকাপ আয়োজন করার অবস্থা নিয়ে সেনাপ্রধানকে চিঠিও লেখা হয় বোর্ডের তরফে। তবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে প্রথম থেকেই সংশয়ে ছিল আইসিসি। বিকল্প হিসেবে শ্রীলঙ্কা ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর নামও ভেবে রাখা হয়েছিল। মঙ্গলবার আইসিসির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে আরবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মহিলাদের বিশ্বকাপ। তবে আয়োজকদের ভূমিকায় থাকছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডই। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ বাংলাদেশে আয়োজন করতে না পারাটা খুবই লজ্জাজনক। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সবরকমভাবে চেষ্টা করেছে বিশ্বকাপ আয়োজনের। তবে অংশগ্রহণকারী একাধিক দেশের তরফে যা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল, তাতে বাংলাদেশে বিশ্বকাপ আয়োজন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।' তবে আইসিসির তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে খেলা হলেও আয়োজক হিসাবে থাকবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডই। ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার কথা মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চলবে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত। ১০ দলের এই টুর্নামেন্টের ম্যাচ খেলা হবে দুটি কেন্দ্রে। পূর্বনির্ধারিত সূচিতে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময়েই দুবাই এবং শারজায় পৌঁছে যাবে অংশগ্রহণকারী দলগুলো।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইবে কেন?

সমর্থকদের পাশে দাঁড়ায়নি ৩ প্রধান কর্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডুরান্ড কাপের ডার্বি বাতিল হওয়ার পর ৩ প্রধানের সমর্থকরা এক জোট হয়ে পথে নেমেছিলেন কিন্তু সমর্থকরা পথে নামলেও ক্লাব কর্তাদের একটি বারের জন্য দেখা যায়নি। এই মুহূর্তে কলকাতা থেকে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে ডুরান্ড কাপ আর তাই তড়িঘড়ি কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে তিন প্রধান একত্র হয়ে শেরে নিলেন এক সাংবাদিক সম্মেলন। যেখানে মোহনবাগানের সচিব দেবাশিস দত্ত মহামেডান সচিব ইস্তেয়াক আহমেদ ও ইস্টবেঙ্গলের ক্লাবের থেকে উপস্থিত ছিলেন সচিব রূপক সাহা ও শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার. তাঁরা জানালেন ডুরান্ড কাপের দুটি সেমিফাইনাল ও ফাইনাল যাতে কলকাতায় করা যায় তার জন্য রাজ্য প্রশাসন ও ডুরান্ড কমিটির সাথে তারা কথাও বলেছেন। মিলেছ আশ্বাসও। সাংবাদিকরা যখন একের পর এক প্রশ্ন করছিলেন তাতে পুরোপুরি বেসামাল এই তিন প্রধানের কর্মকর্তারা, রবিবারের সমর্থকদের আন্দোলন আর পুলিশের মার খাওয়া নিয়ে একপ্রকার সমর্থকদের পাশে দাঁড়ালেন না কর্তারা। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বললেন, আন্দোলন করতেই পারো জাস্টিস আমরাও চাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ বা রাজনৈতিক স্লোগান আশা করা যায় না। দেখতে হবে পুলিশ কোন জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে লাঠি চালালো।"কেনো পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া সমর্থকদের পাশে দাঁড়ালেন না! দেবাশিস জানালেন, কল্যাণ চৌবে তো দাঁড়িয়েছে। ও তো ফেডারেশন সভাপতি তাই আমরা যাইনি। কেউ না কেউ তো ছিল ওদের পাশে। এদিকে মহামেডান সচিব ইস্তেয়াক রাজু বললেন খেলার মাঠ আন্দোলন দেখানোর জায়গা নয়। যে পুলিশ রবিবার ছিল সেই পুলিশ দিয়ে ডার্বি করানো যেত না! ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বললেন, পুলিশের কাছে নাশকতার খবর ছিল ওরা ডুরান্ড কমিটিকে বলে ম্যাচ করায়নি পুলিশের ব্যাপার পুরো এটা।"

এসিএল ২তে কঠিন গ্রুপে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর গ্রুপ বিন্যাস সম্পন্ন হল। দেখা যাচ্ছে ওই বিন্যাস অনুযায়ী, মোহনবাগান রয়েছে গ্রুপ 'এ'তে, তাদের সামনে রয়েছে ইরানের ট্র্যাক্টর এফসি, কাতারের আল ওয়াকরাহ এফসি এবং তাজিকিস্তানের এফসি রাভশান। প্রসঙ্গত, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-তে এবার ৩২টা দল অংশ নিচ্ছে। মোট আটটা গ্রুপে দলগুলিকে ভাগ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত হোম ও অ্যাওয়ে নিয়মে খেলা হবে। গত মরসুমেই আইএসএল লিগ শিল্ড জেতে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এরপরেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ খেলার সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে তারা। গ্রুপে থাকা কাতারের আল ওয়াকরাহ এফসির অধিকাংশ ফুটবলারই বিদেশি, তাদেরই সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করা হচ্ছে। মোহনবাগানের গ্রুপের অন্যতম দল আল ওয়াকরাহ ২০২৩-২৪ কাতার স্টার লিগে চতুর্থ স্থানে শেষ করে এবং তারা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২ খেলার সুযোগ পায়। ২০০১-০২ মরশুমে এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের পর এই প্রথমবার কাতারের এই ক্লাব এশিয়ার মঞ্চে খেলতে নামবে। 'এ' থেকে 'ডি' গ্রুপে রাখা হয়েছে পশ্চিম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির ক্লাবগুলিকে। অন্য দিকে 'ই' থেকে 'এইচ' গ্রুপে রাখা হয়েছে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ক্লাবগুলিকে। প্রতি গ্রুপের সেরা দু'টি দল উঠবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। তারপর থেকেই শুরু হবে নকআউট। প্রসঙ্গত, প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ ছিল ইস্টবেঙ্গলেরও। কিন্তু প্লে-অফে তুর্কমেনিস্তানের অলটিন আসির কাছে ২-৩ ব্যবধানে হেরে যায় তারা। এরপরেই হাতছাড়া হয়ে যায় এই সুযোগ। ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে হবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে।

অভিশাপ শুনতে হত, মোহন-ইস্ট ফ্যানদের গ্রেপ্তারি আটকে বললেন কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাঁরা এতদিন তাঁকে ধিক্কার জানাতেন, তাঁরাই আজ কল্যাণ চৌবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। কারণ রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে যখন কয়েকজন মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ফ্যানকে আটক করেছিল পুলিশ, তখন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) সভাপতির তৎপরতায় তাঁরা ছাড়া পান বলে দাবি করেছেন সমর্থকদের একাংশ। আর সেজন্য তাঁকে কুর্নিশ জানিয়েছেন তাঁরা। সেইসঙ্গে মাইক হাতে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি যে বার্তা দেন, তাও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। তাঁর বার্তায় মজেছেন অনেকে। যদিও অনেকের আবার বক্তব্য, রাজনৈতিক কারণেই তিনি সেই কাজ করেছেন। যুবভারতী সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি বলেন, 'পুলিশ কী বলবে? যে ১০ টা ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়েছি। কেন? তারা ফুটবল খেলা (আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং মৃত্যুর ঘটনার রবিবার প্রতিবাদ মিছিল করেন সমর্থকরা) দেখতে এসেছিল। ফুটবল খেলা দেখায় কী অপরাধ আছে? তো আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ফুটবল খেলা দেখার জন্য কাউকে অ্যারেস্ট হতে দিতে পারব না। আপনারা এখান থেকে মৌন মিছিল করে বেরিয়ে যান। আমাদের এটুকু কথা দিতে হবে।' আর কল্যাণের কাজে মুগ্ধ হয়েছেন নেটিজেনদের একাংশ। তেমনই একজন বলেন, কল্যাণ চৌবেকে বাহবা দিতে চাই। আমরা হয়তো তাঁকে অভিশাপ দিই। কিন্তু উনি আজ সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আর কোনও সমর্থককে গ্রেপ্তার হতে দেননি। উনি কার্যত পুলিশের প্রিজন ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আর ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের কোনও সমর্থককে গ্রেপ্তার হতে দেননি। অপর একজন বলেন, 'কল্যাণ চৌবে যা করলেন, তা প্রশংসনীয়।' যদিও অনেকেই আবার পুরো বিষয়টার মধ্যে রাজনীতি জড়িত আছে বলে দাবি করেছেন।

জেলায় জেলায় টক্কর

বজ বজ ২ নম্বর ব্লক এ খেলা হবে দিবস অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের মুচিশা ফুটবল মাঠে গত ১৬ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় হয়ে গেল খেলা হবে দিবস। বিডিও একাদশ, সমিতি একাদশ, জেলা পরিষদ একাদশ এবং নোদাখালি থানা একাদশ একটি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করে। টানটান উত্তেজনার মধ্যে খেলা চলে।

চূড়ান্ত পর্বে পঞ্চায়েত সমিতি একাদশ এবং নোদাখালী থানা একাদশ মুখোমুখি হয়। টাইব্রেকারে বজবজ ২নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি জয়ী হয়। তারপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, নোদাখালী থানার আইসি পিনাকী রায়, ব্লক যুব আধিকারিক সন্দীপন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি বলেন, আগামী বছর সারা দিনব্যাপী ৮টি দল নিয়ে খেলা হবে দিবস অনুষ্ঠান হবে। ফুটবলারদের মনোবলকে চাঙ্গা করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বুচানবাবু এবছর উইনার দলকে ৩০০০ এবং রানার দলকে ২ হাজার টাকা ও প্রদান করেন।

স্কুল গেমস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে খেলোয়াড় বাছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর : এবার সুন্দরবনের দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে ঘরের কাছেই হয়ে গেল খেলোয়াড় বাছাই প্রক্রিয়া। ফলে সুবিধা হল ছাত্রছাত্রীদের। আর এতে খুশি পড়ুয়া ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা অনেক বড় জেলা হওয়ায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই বাছাই প্রক্রিয়ার কাজ চলছে। আগে কিশোর কিশোরীরা বড় পর্যায়ে খেলতে চাইলে একটা সময় কলকাতার মাঠের উপর নির্ভর করতে হত। সেক্ষেত্রে তাদের সময় এবং ধৈর্য্য অনেকটাই কমে যেত। তবে এবার আর কলকাতায় না এসে ঘরের কাছেই হয়ে গেল এই বাছাই প্রক্রিয়া। এবার বাড়ির কাছাকাছি এই সমস্ত বাছাই প্রক্রিয়াগুলি হওয়ায় তাঁরা তাদের স্কিল সম্পূর্ণভাবে দেখাতে পারছে। এনিয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দিব্যেন্দু বিশ্বাস বলেন, দ:২৪ পরগনা জেলা অনেকটাই বড় জেলা হওয়ায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছেলেদের তুলে আনা এক সময় সমস্যা হত। তবে এখন থেকে আর সেই সমস্যা রইল না। এ নিয়ে খুশি কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতিও। তিনি বলেন, তাঁর স্কুলের মাঠে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন হওয়ায় খুশি তিনিও। জেলার বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় যে প্রতিভা রয়েছে সেই প্রতিভা উঠে আসুক সেটাই চান তিনি। এর ফলে সুন্দরবনের ছেলেরাও বড় জায়গায় সুযোগ পাবেন বলে জানান তিনি। আর এই বাছাই প্রক্রিয়া দেখতে মাঠে ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

ক্যারাটে ফাইটে জেলার সেরা ক্যানিংয়ের ৩ রত্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : জেলা স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের জেলাস্তরের অনূর্দ্ধ ১৭ ক্যারাটে প্রতিযোগিতার ২০ আগষ্ট আসর বসেছিল চাম্পাহাটীর কালিকাপুর বাসন্তী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে। জেলার আলিপুর সদর, ক্যানিং, বারুইপুর ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমার কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেছিল। ২০ আগষ্ট জেলাস্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগীতায় ক্যানিংয়ের দ্বারিকানাথ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দশম ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী অদিতি দেবনাথ, ইশিকা মণ্ডল ও রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আয়ুষ বিশ্বাস 'ফাইট' প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান দখল করে। উল্লেখ্য ক্যানিংয়ের মাতলা ২ পঞ্চায়েতের থুমকাটীর বাসিন্দা দম্পতি অভ্রদীপ ও মণিমালা দেবনাথ। দম্পতির ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। অভ্রদীপ পেশায় অটোচালক। একমাত্র মেয়ে অদিতি'র এমন সাফল্যে আনন্দিত।

ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের কাঠপোল এলাকার বাসিন্দা দম্পতি দিবাকর ও রণিতা মণ্ডল। দরিদ্র দীনমজুর মণ্ডল পরিবারের মেয়ে ইশিকা ফাইটে সফলতা পাওয়ায় আনন্দিত মণ্ডল পরিবারও। আবার ক্যানিংয়ের আইউব নগরের মা হারা আয়ুষ বিশ্বাসের সাফল্যে গর্বিত এলাকার বাসিন্দারা। তবে বর্তমানে ক্যানিংয়ের এই ৩ পরিবারের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা যা তাতে আগামী দিনে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় কীভাবে পাঠাবেন এই ৩ রত্নকে সেই চিন্তায়! এই ত্রয়ীর ট্রেনার রাজু বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'তিনজনই প্রতিভাধর। জেলাস্তরে নিজেদের জাত চিনিয়েছে। এখন অনেক পথ বাকি রয়েছে। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেই পরিবারের ৩ রত্ন আগামী দিনে রাজ্য তথা জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে কে জোগাবে খরচ? যদি কোনও স্বহৃদয় ব্যক্তি কিংবা সংস্থা ৩ অসহায় পরিবারের পাশে হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে হয়তো আগামী দিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের শিরোপা ছিনিয়ে আনবে এটা দৃঢ় বিশ্বাস।'

দুই থানা এলাকার বিবাদ মেটাতে মাঠে নামলেন অ্যাডিশনাল এসপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : কয়েক বছর ধরে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার দুই থানা এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে গণ্ডগোল চলছিল। ছিল না মুখ দেখা দেখি। এমনকী প্রায়শই দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে অশান্তির জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠত এলাকা। অবশেষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার গঙ্গারামপুর বার্কে এলাকা এবং উস্তি থানার রাজারহাট শিরাকল এলাকার বাসিন্দাদের গণ্ডগোল মেটাতে এগিয়ে আসে ডায়মন্ড পুলিশ জেলার অ্যাডিশন্যাল এসপি মিতুন কুমার দে। এর আগে দুই থানার পুলিশদের উদ্যোগে দু'পক্ষকে নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করে আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের গণ্ডগোল মেটানোর চেষ্টা চালানো হয়। তাতেও কোনোভাবে ফল লাভ হচ্ছিল না। অবশেষে মাঠে নামলেন অ্যাডিশন্যাল এসপি মিতুন কুমার দে। এরপর তাদের নিজেদের মধ্যে রেষারেষি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে সম্প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার বিকেলে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি রাহুল গোস্বামীর উপস্থিতিতে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা ক্রীড়া সংঘের মাঠে দুই এলাকার যুবকরা সম্প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন। নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল মিটিয়ে ফেলার আনন্দের মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন এলাকার রাজনৈতিক নেতৃত্বরা। খেলা দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন বিষ্ণুপুর এবং উস্তির কয়েকশো বাসিন্দা।

আঁতস কাঁচে

ইস্টবেঙ্গলে প্রতিবাদ

'তোমার শহর আমার শহর পাশে আছি আরজি কর। উই ওয়ান্ট জাস্টিস।' কলকাতা লিগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল মাঠে দেখা গেল ব্যানার। ফুটবলাররা গোল করে জার্সিতেও দেখালেন 'জাস্টিস'-এর আর্জি। নানা ঘনঘটাতেও জয়ের সরণীতেই থাকল ইস্টবেঙ্গল। রেনবো এসিকে ইস্টবেঙ্গল হারিয়ে দিল ২-০ গোলে। গোল করেন সঞ্জীব ঘোষ ও মহম্মদ আশিক। এই জয়ের ফলে ১০ ম্যাচে নবম জয়ে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট হল ২৮। তবে বিতর্ক বাঁধে সম্প্রচারকারী সংস্থা আচমকাই খেলার সম্প্রচার বন্ধও করে দেওয়ায়। কেন বন্ধ হয়ে যায় সম্প্রচার, তা অবশ্য জানায়নি কর্তৃপক্ষ।

টাকা ফেরত

ডুরান্ড ডার্বি বাতিল। অনলাইনে টিকিটের টাকা রিফান্ড করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু অফলাইনে কাটা টিকিটে কবে থেকে, কীভাবে টাকা ফেরত দেওয়া হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশাই থাকল। ডুরান্ড কমিটি নোটিশে জানিয়েছে, আগামী একসপ্তাহের মধ্যেই অনলাইনে কাটা টিকিটের টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ফেরত দেওয়া হবে। অনলাইনে যেমন টিকিট সোল্ড আউট হয়ে গিয়েছিল, তেমনই অফলাইনের টিকিটও একদিনের মধ্যেই সোল্ড আউট হয়ে যায়। তাঁরা এখনও ধোঁয়াশায় কীভাবে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

ভিনেশের রাখি

রাখি বন্ধন উৎসব। ভাইকে রাখি পরিয়ে দিয়েছেন ভিনেশ ফোগাট। ভাইও খুশি হয়ে যে উপহার তুলে দিয়েছেন, তা দেখে তাজ্জব ভিনেশ। ভাই হরবিন্দর ফোগাটকে রাখি পরিয়ে দেওয়ার পরই ভিনেশকে ৫০০ টাকার বান্ডিল দিয়ে দেন ভাই। ভিনেশ প্রথমটায় যেন হতবাক হয়ে যায়। এরপর ভাইরাল ভিডিওয় ভিনেশকে বলতে শোনা যায়, 'আমার বয়স এখন প্রায় ৩০ বছর। গত বছর আমার ভাই আমাকে ৫০০ টাকা দিয়েছিলেন আর এইবার (নোটের বান্ডিল দেখিয়ে) তিনি আমাকে তার সারা জীবনের উপার্জন দিয়ে দিয়েছেন।'

সূর্যের প্রতিবাদ

আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদ সর্বত্র। একটু অন্যভাবেই প্রতিবাদে শামিল হলেন ভারতের টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। সূর্যকুমার সমাজমাধ্যমে একটা টেমপ্লেট ব্যবহার করেন, তাতে 'আপনার মেয়েকে রক্ষা করুন' লাইনটা কেটেই দিয়েছেন তিনি। তার বদলে তিনি লেখেন, 'আপনার ছেলেকে শিক্ষিত করুন আর শিক্ষিত করুন আপনার ভাই এবং আপনার বাবা এবং আপনার স্বামী এবং আপনার বন্ধুদের।'

মহমেডানের প্রতিবাদ

আরজি কর কাণ্ডে শুধু মাঠের বাইরে নয়, মাঠেও পড়ল প্রভাব। খেলার শেষেই প্রতিবাদ জানাল মহমেডান স্পোর্টিং। মহমেডান-এরিয়ান ম্যাচেই তুলে জাস্টিস ফর আরজি কর লেখা জার্সি তুলে ধরেন মহিতোষ, ইসরাফিলরা। ফুটবলারদের মানসিকতায় কুর্নিশ জানিয়েছেন সাদা কালো সমর্থকরাও। এই ম্যাচে ৪-১ গোলে এরিয়ানকে হারায় মহমেডান স্পোর্টিং। হ্যাটট্রিক করেন ইসরাফিল। অন্য গোলটি করেন মহিতোষ।

ব্ল্যাক প্রোফাইল

তাঁর বক্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। বক্তব্যের যে ভুল ব্যাখ্যা হয়েছিল সে'কথাও জানান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার নিজের প্রোফাইল পিকচার অন্ধকারে ঢাকলেন। শুধু তিনি নন, আরজি কর কাণ্ডের নিন্দা করেছেন তাঁর স্ত্রী ও নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলীও। তিনিও প্রোফাইল পিকচার ঢেকেছেন অন্ধকারেই।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com